ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-347 ■ 16 September, 2026 ■ আগরতলা ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ২৯ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মন্ডলস্তরে গোষ্ঠীকোন্দল নিয়ে অভিষেকের হুঁশিয়ারি

দলবিরোধী কাজে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর ।। বিভিন্ন মণ্ডল এলাকায় নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে গোষ্ঠীকোন্দল এবং মণ্ডল নেতৃত্বের নির্দেশ কর্মী-সমর্থকদের একাংশ না মানার অভিযোগ নিয়ে এবার মুখ খুললেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায়। মঙ্গলবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি দলের সাংগঠনিক কাঠামো এবং কর্মীদের ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

অভিষেক দেবরায় জানান, ভারতীয় জনতা পার্টিতে প্রতি তিন বছর অন্তর সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটিতে কারও নাম না থাকলেও তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছেএমনটা নয়। তাঁর কথায়, বিজেপি এমন একটি রাজনৈতিক দল, যার সঙ্গে মানুষ ক্রমাগত যুক্ত হচ্ছেন এবং দলের সাংগঠনিক কার্যক্রমে বিভিন্ন স্তরে তাঁদের ভূমিকা রয়েছে। মণ্ডলস্তরে কমিটি গঠন নিয়ে তিনি জানান, বিভিন্ন মণ্ডল এলাকায় যে সাংগঠনিক কমিটিগুলি গঠন করা হয়, সেগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্তর থেকেও নজরদারি ও প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। এরপরও কোথাও কোনো সমস্যা বা অসন্তোষ থাকলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

দলের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন, কেউ যদি দলবিরোধী কোনো কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েন, তাহলে দল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একইসঙ্গে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বিজেপি। এর মধ্যে অঙ্কন প্রতিযোগিতা, 'নমো সেবা', অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রভিত্তিক কর্মসূচি, 'সেবা' মশাল নিয়ে পদযাত্রা-সহ একাধিক কর্মসূচি রয়েছে বলে জানান প্রদেশ বিজেপি সভাপতি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক দেবরায় বলেন, তিনি দীর্ঘ সময় মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৪ সালের আগে দেশে একের পর এক দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির অভিযোগ সামনে এসেছিল বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর মতে, নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর দেশ আরও শক্তিশালী হয়েছে এবং একটি নতুন উজ্জীবিত ভারত গড়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে গৃহীত মাসব্যাপী কর্মসূচিগুলি জনসম্পৃক্ততা ও জনজাগরণের রূপ নেবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপি সভাপতির পাশাপাশি জনজাতি মোর্চার নেতৃত্ব বিপিন দেববর্মাও উপস্থিত ছিলেন।

আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে

জনগণের সমস্যা শুনে দ্রুত সমাধানের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর ।। জনস্বার্থের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে প্রশাসনকে আরও সক্রিয়, সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। শুধুমাত্র সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হওয়া কিংবা সাধারণ মানুষের অভিযোগের অপেক্ষায় না থেকে আধিকারিকদের স্বপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে।

আজ সচিবালয়ে টাস্ক মনিটরিং সিস্টেমের বৈঠকে এই নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। বৈঠকের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব তথা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে টিএমএস পোর্টালের কার্যপ্রণালী এবং দপ্তর সম্পর্কিত সোশ্যাল ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া মনিটরিং ব্যবস্থার সার্বিক চিত্র মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন। বিভিন্ন দপ্তর সম্পর্কিত সামাজিক ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বিষয়গুলিও বৈঠকে পর্যালোচনা করা হয়।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে সমন্বয় এবং দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। মানুষের সঙ্গে নম্র ও সৌজন্যমূলক আচরণের মাধ্যমে তাদের সমস্যার কথা শুনে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। জেলা শাসকরা জেলার প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে জেলার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যালোচনা করবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিশ্চিত করবেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে লাইসেন্সবিহীন স্পা সেন্টারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। গোলবাজার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমলপুরে ঘরের তালা ভেঙে নগদ টাকা ও সোনা লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর ।। কমলপুর শহরের বাইপাস সড়ক সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়িতে তালা ভেঙে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কমলপুর টাউন হলের পেছনে, পশ্চিম দিকে অবস্থিত মোহনলাল রায়ের বাড়িতে এই চুরির ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, গতকাল সকাল প্রায় ৭টা নাগাদ মোহনলাল রায়, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে আগরতলা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। ছেলেকে কলকাতায় পাঠানোর জন্য তাঁরা বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন। পরে রাত প্রায় ৯টা নাগাদ তাঁরা বাড়িতে ফিরে আসেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধি লক্ষ্য, জনসংযোগে জোর

অন্তত ৫টি বাড়িতে জনসম্পর্ক করবেন ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর ।। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আরও বাড়াতে প্রতিদিন অন্তত পাঁচটি বাড়িতে জনসম্পর্ক করার উদ্যোগ নিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্ব গকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১০টি পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি।

জনসম্পর্কের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রকৃত জীবনযাত্রা, তাঁদের দৈনন্দিন সমস্যা ও বিভিন্ন প্রয়োজন সম্পর্কে সরাসরি অবহিত হওয়ার পাশাপাশি তাঁদের মতামত জানার চেষ্টা করেন সাংসদ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা ও অভাব-অভিযোগ সম্পর্কেও খোঁজ নেন তিনি।

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য শুধু মানুষের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন নয়, বরং সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা। একইসঙ্গে আগামীদিনে ভারতীয় জনতা পার্টির পদাধিকারী ও কার্যকর্তাদেরও সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্ক স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করতেই এই জনসম্পর্ক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে বলে জানা গেছে। সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের এই উদ্যোগের মাধ্যমে দলীয় কার্যকর্তাদের নিয়মিতভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে তাঁদের সমস্যা জানার এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেওয়া হয়েছে।

মিত্তলের বিরুদ্ধে মানবাধিকার কমিশনের মামলায় হাইকোর্টের অন্তর্বতী স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর ।। বেনামি অভিযোগের ভিত্তিতে ত্রিপুরা ল' ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার নচিকেতা মিত্তলের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশন-এর শুরু করা পরবর্তী সমস্ত কার্যক্রমে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট।

২০২৬ সালের ডব্লিউপি(সি) নম্বর ৬৪৬ মামলায় এই অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি এম. এস. রামচন্দ্র রাও এবং বিচারপতি বিশ্বজিৎ পালিতের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত ১৪ আগস্ট ২০২৬ তারিখে ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের জারি করা আদেশের ভিত্তিতে শুরু হওয়া পরবর্তী সমস্ত কার্যক্রম আপাতত স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি দেওয়ার সময় অভিযোগটি গ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে একাধিক প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করেছে আদালত। বেঞ্চ উল্লেখ করেছে, সংশ্লিষ্ট অভিযোগটি ছিল বেনামি। ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশন রেগুলেশনের ৯ নম্বর বিধি অনুযায়ী অভিযোগটি প্রাথমিক পর্যায়েই খারিজ করা উচিত ছিল কি না, সেই প্রশ্ন বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে বলেও আদালত প্রাথমিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। এছাড়াও আদালত প্রাথমিক পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করেছে যে অভিযোগে উত্থাপিত বিষয়গুলি সরাসরি মানবাধিকার লঙ্ঘনের আওতায় পড়ে বলে প্রথম দর্শনে মনে হচ্ছে না। তবে আদালত স্পষ্ট করেছে, এর অর্থ এই নয় যে কোনও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি উপযুক্ত আইনি প্রতিকার নেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। অভিযোগের প্রকৃতি অনুযায়ী, কোনও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে গেলে অন্যান্য আইনগত বিধান প্রযোজ্য হতে পারে। এর মধ্যে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধ, নিষেধাজ্ঞা ও প্রতিকার আইন, ২০১৩ এবং ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ২০২৩-এর সংশ্লিষ্ট বিধান, যেখানে প্রযোজ্য, কার্যকর হতে পারে বলে আদালত উল্লেখ করেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিসি নির্বাচন

সুষ্ঠ ও অবাধ ভোটের জন্য প্রস্তুত দক্ষিণ জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৫ সেপ্টেম্বর ।। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে স্বশাসিত জেলা পরিষদের ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ভোটগ্রহণ ও ভোটগণনা প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা শাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক মহম্মদ সাজাদ পি এবং জেলা পুলিশ সুপার মরিয়া কৃষ্ণ সি-র উপস্থিতিতে আয়োজিত এই বৈঠকে জেলার এডিএম, এএসপি, এসডিপিও, সেক্টর অফিসার, টিএসআর, বিএসএফ-এর কমান্ড্যান্ট, বিডিও-সহ নির্বাচনী কাজে নিযুক্ত বিভিন্ন আধিকারিকরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে বৃদ্ধার উপর হামলা, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৫ সেপ্টেম্বর ।। রাস্তার পাশের জায়গা সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে কৈলাসহরের টিলাবাজার বরবনদ ৫ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় ফের হামলার অভিযোগ উঠেছে। হামলায় এক বৃদ্ধা গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

অভিযোগকারী স্থানীয় বাসিন্দা আনোয়ার আলীর দাবি, প্রায় এক মাস আগে একই বিরোধকে কেন্দ্র করে একদল দুষ্কৃতী তাঁর বাবা-মা-সহ পরিবারের সদস্যদের মারধর করে। ওই ঘটনায় মালিক মিঞা ও জসিম আলী-সহ প্রায় ৮ থেকে ১০ জন জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। ঘটনার পর ইরানি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বলে দাবি আনোয়ারের।

তাঁর আরও অভিযোগ, প্রথম ঘটনার পরও অভিযুক্তরা এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন। এমনকি রাস্তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যমুনা জল চুক্তির পর কিশাউ প্রকল্প

শাহের উপস্থিতিতে ৬ রাজ্যের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত

জয়পুর, ১৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস)।। উত্তর ভারতের দীর্ঘদিনের জল প্রকল্পগুলিকে গতি দেওয়ার লক্ষ্যে কিশাউ বহুমুখী প্রকল্প নিয়ে মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে ছয়টি অংশগ্রহণকারী রাজ্যের মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে রাজস্থান, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানার প্রতিনিধিরা এই চুক্তিতে সম্মত হন।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা অন্যান্য অংশগ্রহণকারী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি. আর. পাটিলের উপস্থিতিতে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। কিশাউ প্রকল্পটি রাজস্থানের জলসংকটপূর্ণ শেখাওয়াটি অঞ্চলের, বিশেষ করে সিকার, চুরু ও ঝুনঝুনুর জল চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশের সীমানা বরাবর যমুনার প্রধান শাখা নদী টন্সের উপর প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৬০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি রাজস্থান, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানা উপকৃত হবে।

সংশোধিত ব্যবস্থায় হিমাচল প্রদেশের বরাদ্দকৃত জলের একটি অংশ রাজস্থান ও দিল্লির জন্য উপলব্ধ করা হবে। এর বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি হিমাচল প্রদেশের বিদ্যুৎ অংশের ব্যয়ের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে। জল প্রকল্পের ৯০ শতাংশ ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার সহায়তা হিসেবে বহন করবে এবং বাকি ১০ শতাংশ অংশগ্রহণকারী রাজ্যগুলি বহন করবে। ভারত সরকার কিশাউ বাঁধ প্রকল্পকে জাতীয় প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

প্রকল্পটির নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে কিশাউ কর্পোরেশন লিমিটেডের উপর। আপার যমুনা অববাহিকার জন্য নির্ধারিত কাঠামোর মাধ্যমে প্রকল্পটির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বটতলা পার্কে নেশার আসর মাছের বাজারের বর্জ্যে বেহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর ।। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে 'স্মার্ট সিটি' প্রকল্পের আওতায় আগরতলার বটতলা এলাকায় তৈরি করা হয়েছে পার্ক। সাধারণ মানুষের জন্য সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরিই ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্তমানে পার্ক ও সংলগ্ন এলাকার পরিস্থিতি নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। অভিযোগ, সন্ধ্যার পর পার্কের ভিতরে বসছে নেশার আসর। পাশাপাশি পার্কের দেওয়াল ঘেঁষে জমছে মাছ বাজারের বর্জ্য ও আবর্জনা। ফলে দুর্গন্ধে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ।

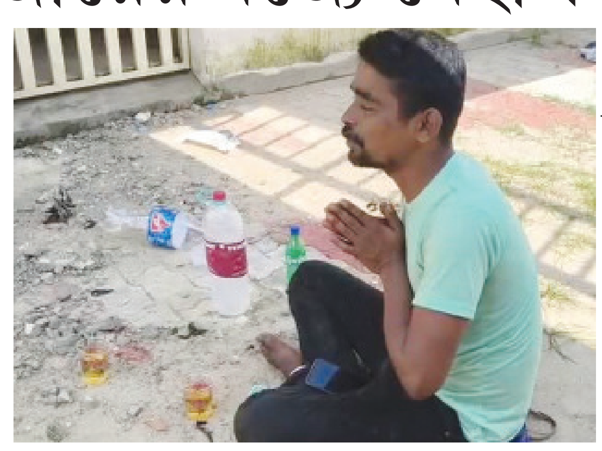

বটতলার ব্যস্ত মাছ বাজারের পাশেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাড়ি বাইকের সংঘর্ষে আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৫ সেপ্টেম্বর ।। বিশালগড় বাইপাস সড়কে দ্রুতগামী গাড়ি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন দুই যুবক। মঙ্গলবারের এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

জানা গেছে, বিশালগড় বাইপাস সড়কে একটি দ্রুতগামী গাড়ির সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের জেরে বাইকে থাকা দুই যুবক শাহিনুর ইসলাম ও গৌতম ত্রিপুরা রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনাটি দেখতে পেয়ে পথচারীরা দ্রুত বিশালগড় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হোস্টেলের ছাদ থেকে পড়ে আহত ছাত্রী

নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো নিয়ে সরব হল প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর ।। আগরতলার সুপারি বাগানস্থিত অনঙ্গমোহিনী গার্লস হোস্টেলের তিনতলা ছাদ থেকে পড়ে সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রী আহত হওয়ার ঘটনায় ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। রবিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। বর্তমানে আহত ছাত্রী জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনার পর ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল জিবি হাসপাতালে গিয়ে আহত ছাত্রীর সঙ্গে দেখা করে এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে। এরপরই হোস্টেলে ছাত্রীদের নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মহিলা কংগ্রেস নেতৃত্ব।

মহিলা কংগ্রেসের অভিযোগ, ছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে না। আহত ছাত্রীর উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন ছাত্রী হোস্টেলের পরিকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়।

মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়, অনঙ্গমোহিনী গার্লস হোস্টেলেই প্রায় ছয় মাস আগে আরও এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। একই হোস্টেলে পরপর এমন ঘটনা ঘটায় ছাত্রীদের অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলে দাবি সংগঠনের।

এক বিবৃতিতে মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়, ছাত্রীদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের গাফিলতি বরদাস্ত করা উচিত নয়। হোস্টেলে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা ও পূর্বের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রকৃত কারণ চিহ্নিত করার পাশাপাশি দায়ীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি আহত ছাত্রীর যথাযথ ও উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে, সেজন্য ছাত্রী হোস্টেলগুলিতে নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নিশ্চিত করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস।

জাগরণ আগরতলা,১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং
২৯ ভাদ্র, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

তারেকের ব্রিকস সম্মেলনে যোগ না দেওয়া নিয়া বিতর্ক

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ ঘিরিয়া দু’’দেশের মধ্যে বহুদিন ধরিয়াই চাপানউতোর চলিতেছে। সেই ’’কাঁটা’’তেই এখনও আটকাইয়া তারেকের দিল্লি সফর। গত মাসে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রকের এক আধিকারিক বলেন, “প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। সেটা হইতেছে কিনা আমরা আপাতত সেদিকে নজর রাখিতেছি। তাই বলিতে চাই, শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য ভারতের কাছে যে আবেদন করিয়াছি, সেই নিয়া দ্রুত সিদ্ধান্ত নিক ভারত।ভারতে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে যোগদান করেননি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। যাহা নিয়া গত কয়েকদিন ধরিয়াই চলিতেছে জোর বিতর্ক। এই পরিস্থিতিতে মুখ খুলিল নয়াদিল্লি। ভারত সাফ জানাইয়া দিয়াছে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দু’টি পৃথক আমন্ত্রণ পাইয়াছেন। একটি ভারত সফরের জন্য এবং অন্যটি ‘বিমসটেক’ এর চেয়ারম্যান হিসাবে ব্রিকসে যোগ দেওয়ার জন্য।ব্রিকসে তারেককে আমন্ত্রণ নিয়া বেশ কয়েকদিন ধরিয়াই বিতর্ক চলিতেছে। সম্প্রতি ঢাকা দাবি করিয়াছিল, ‘বিমসটেক’-এর চেয়োরম্যান হিসাবে ব্রিকসে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিল ভারত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করিল নয়াদিল্লি। অন্যদিকে, বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর সম্প্রতি বলিয়াছিলেন, তারেক ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেননি, কারণ ঢাকা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্গঠন করিতে ইচ্ছুক। কোনও বহুপাক্ষিক মঞ্চে নয়। শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য ভারতের কাছে যে আবেদন করিয়াছি বাংলাদেশ, সেই নিয়া দ্রুত সিদ্ধান্ত নিক ভারত।’’ এখানেই শেষ নয়, ওসমান হাদি খুনে দুই অভিযুক্তকেও দ্রুত প্রত্যর্পণ করুক ভারত, চাইছে ঢাকা।উল্লেখ্য, দু’বছরেরও বেশি সময় ভারতের আশ্রয়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। স্বদেশে তাঁহার বিচার হইয়াছে, ফাঁসির সাজা ঘোষণা হইয়াছে। হাসিনাকে ঢাকার হাতে প্রত্যর্পণ নিয়া ইতিমধ্যে দু’দেশের মধ্যে চাপানউতোর পর্ব চলিতেছে। হাসিনা নিজে গত ৫ আগস্ট দিল্লি থেকে ভারচুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে দৃঢ়কণ্ঠে জানাইয়াছেন, মৃত্যু পরোয়ানা নিয়াই তিনি ডিসেম্বরে দেশে ফিরিবেন।ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানাইয়াছেন, বাংলাদেশ ব্রিকসের পূর্ণাঙ্গ সদস্য বা পার্টনার দেশ নয়। তবে বাংলাদেশ বর্তমানে বিমসটেক -এর চেয়ারম্যান। সেই সুবাদেই তারেক রহমানকে ব্রিকস সম্মেলনের ’’আউটরিচ অধিবেশনে’’ যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল।ব্রিকসের আমন্ত্রণের বাইরেও, তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পক্ষ থেকে তাঁহাকে সপরিবারে ভারত সফরের জন্য একটি পৃথক দ্বিপাক্ষিক আমন্ত্রণপত্র দেওয়া হইয়ছিল। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা নিজে ঢাকা গিয়া এই চিঠি পৌঁছিয়া দিয়াছিলেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির এবং অন্যান্য সরকারি আধিকারিকরা এর আগে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, তারেক রহমানকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, বরং কেবল বিমসটেকের চেয়ারম্যান হিসেবে ব্রিকসে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরাসরি আমন্ত্রণ না থাকায় যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়নি, এই অভিযোগে বাংলাদেশ ব্রিকস সম্মেলনে কোনো প্রতিনিধি পাঠায়নি এবং সম্মেলনটি স্কিপ করে। ঢাকায় এই নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক তরজা শুরু হইলে ভারত তাহার অবস্থান স্পষ্ট করিতে বাধ্য হয়।

ভারত সাফ জানাইয়াছে যে, আমন্ত্রণের ধরন নিয়া বিভ্রান্তি তৈরির কোনো অবকাশ নাই, কারণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের খাতিরে তাঁহাকে সর্বোচ্চ মর্যাদাতেই আলাদাভাবে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে।

সংগঠন শক্তিশালী করতে মহিলা মোর্চার নবনিযুক্ত পদাধিকারীদের নিয়ে বৈঠক

আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি মহিলা মোর্চার নবনিযুক্ত পদাধিকারীদের নিয়ে সাংগঠনিক পরিচয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বিধায়ক অভিষেক দেবরায়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি মহিলা মোর্চার নবনিযুক্ত সভাপতি মৌসুমী দাস, ভাইস প্রেসিডেন্টসহ মহিলা মোর্চার অন্যান্য নবনিযুক্ত পদাধিকারীরা। এদিন রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরায় নবনিযুক্ত মহিলা মোর্চার পদাধিকারীদের সঙ্গে পরিচিত হন। পাশাপাশি সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করার বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি।

দলের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার পাশাপাশি তৃণমূল স্তরে মহিলা মোর্চার ভূমিকা আরও সক্রিয় করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আগামী দিনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে নবনিযুক্ত পদাধিকারীদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের বার্তাও দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানকে ঘিরে মহিলা মোর্চার নবনিযুক্ত নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। সংগঠনের আগামী দিনের কর্মসূচি ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে সামনে রেখে এই পরিচয় পর্বকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিজেপি নেতৃত্ব।

স্বর্ণের চেইন ও বিভিন্ন সামগ্রী চুরি, গ্রেফতার গৃহকর্মী

আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: আখাউড়া রোড এলাকায় একটি বাড়ি থেকে স্বর্ণের চেইন ও বিভিন্ন কসমেটিক সামগ্রী চুরির অভিযোগে এক গৃহকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পশ্চিম থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে চুরি যাওয়া ১২ গ্রাম ওজনের স্বর্ণের চেইনসহ কসমেটিক সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার পশ্চিম থানার ওসি সনজিৎ সেন সংবাদমাধ্যমকে জানান, আখাউড়া রোড এলাকার বাসিন্দা প্রীতিদাস চৌধুরীর বাড়ি থেকে স্বর্ণের চেইন ও বিভিন্ন কসমেটিক সামগ্রী চুরি যায়। এ ঘটনায় তিনি পশ্চিম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে বটতলা ফাঁড়ির পুলিশ। তদন্তের সূত্র ধরে আখাউড়া রোড এলাকা থেকে বাড়ির কাজে যুক্ত এক মহিলাকে আটক করা হয়। পরে তাকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তার কাছ থেকে ১২ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণের চেইন উদ্ধার হয়। পুলিশের দাবি, উদ্ধার হওয়া চেইনটির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি চুরি যাওয়া কসমেটিক সামগ্রীও উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত মহিলাকে মঙ্গলবার আদালতে পেশ করা হবে। এই চুরির ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

‘আমাদের অঙ্গনওয়াড়ি, আমাদের দায়িত্ব’

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী

২০৪৭-এর ভারত গড়ে উঠবে সেই শিশুদের হাত ধরে, যারা এখনও বিদ্যালয়ে পা রাখেনি। সুস্থ, আত্মবিশ্বাসী ও সক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার যাত্রা শুরু হয় তারও অনেক আগে, বিশেষ করে জীবনের প্রথম ১,০০০ দিনে। ভারতের কোটি কোটি শিশু ও মায়ের সেই যাত্রায় সহায়তা করে পরিচিত এক প্রতিবেশী প্রতিষ্ঠান-অঙ্গনওয়াড়ি। শিশুরা শ্রেণিকক্ষে যাওয়ার অনেক আগেই অঙ্গনওয়াড়িতে তাদের ওজন ও উচ্চতা মাপা হয়, পায় পুষ্টিকর গরম খাবার এবং বাড়ির বাইরেই ছড়ার সঙ্গে পরিচিত হয়। শিশুদের মা-বাবারাও এখানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পান। বর্তমানে ১৪ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। এর মাধ্যমে ৮ কোটি ৯০ লক্ষেরও বেশি শিশু, মহিলা ও কিশোরী উপকৃত হচ্ছে। যে সম্প্রদায়ের জন্য তাঁরা কাজ করেন, সেই সম্প্রদায় থেকেই ২৫ লক্ষ ২০ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাকে নেওয়া হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি বরাবরই স্থানীয় জনগণের প্রতিষ্ঠান।

এই পরিচিত প্রতিষ্ঠানই একটি জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি হয়ে ওঠে, যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৮ সালের মার্চে পোষণ অভিযান শুরু করেন। ‘আমাদের অঙ্গনওয়াড়ি, আমাদের দায়িত্ব’- এই ভাবনাকে সামনে রেখে ২০২৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে নবম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস। মানসম্মত পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের এবং এই দায়বদ্ধতা অটুট। তবে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তখনই সত্যিকার অর্থে বিকশিত হয়, যখন এলাকার জনগণ সেটিকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রহণ করেন। ‘সবকা প্রয়াস’-এর মাধ্যমেই গড়ে উঠতে পারে বিকশিত ভারত।

উপভোক্তা থেকে অংশীদার

এতদিন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি জনগণের মালিকানার বিষয়টি অনেক সময় শুধুই আহ্বানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। এ বছর সেটিই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাচ্ছে। অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অভিভাবক, পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে যুক্ত করা হচ্ছে, যাতে যোগ্য প্রতিটি শিশু পরিষেবার আওতায় আসে। সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে এলাকার মানুষ পরিষেবাগুলি পর্যালোচনা করতে, প্রাপ্য সুবিধা যাচাই করতে এবং তার ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে নথিভুক্ত করতে পারবেন। এর ফলে পরিষেবা গ্রহণকারী পরিবারগুলির মাধ্যমেই ভিতর থেকে জবাবদিহি নিশ্চিত হবে। এই প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রয়েছেন মায়েরা। এসএনপি মেনু বোর্ডে প্রতিদিনের গরম রান্না করা খাবার এবং বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার রেশনের প্রাপ্যতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। একজন মা যখন জানেন তাঁর সন্তান কী পাওয়ার অধিকারী, তখন স্বচ্ছতা দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়। পরিষেবার মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তখন জনগণও হয়ে ওঠে সচেতন ও জ্ঞানভিত্তিক অংশীদার।

২০২৬-এর পোষণ মাসে অঙ্গনওয়াড়ি কমিটি, সামাজিক নিরীক্ষা এবং মেনু বোর্ডকে সক্রিয় করার পাশাপাশি তিথি ভোজ, খাবার চেখে দেখার অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন পুষ্টিকর রান্নার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে।মেনু বোর্ডের বাইরেও প্রথমেই আসে খাবারের বিষয়টি। পুষ্টিসমৃদ্ধ ভারত গড়তে প্রয়োজন সুষম আহার-শস্য ও মিলেট, ডাল, বাদাম ও বীজ, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য, ডিম, মরশুমি ফল এবং সবুজ শাকসবজি। চলতি বছরের জুলাইয়ে প্রকাশিত ‘সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন প্রোগ্রাম’-এর ২০২৬ সালের বিস্তারিত নির্দেশিকায় গরম রান্না করা খাবারের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ২০১৩ সালের জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় পুষ্টির নির্ধারিত মান আরও জোরদার করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়টি হল, শৈশবের প্রাথমিক শিক্ষা। একটি শিশু কী খায় এবং কী শেখে- দুটি বিষয়ই গভীরভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা শিশুর জীবনের প্রথম তিন বছরে ৩৪টি বিকাশগত মাইলফলক পর্যবেক্ষণ করেন। ‘নবচেতনা’ ও ‘আধারশিলা’ পাঠক্রমের মাধ্যমে পুষ্টি ও যত্নের বিষয়গুলিকে শিশুর বিদ্যালয়-প্রস্তুতির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। তৃতীয় বিষয়টি শুরু হয় শিশুর জন্মেরও আগে। গর্ভাবস্থায় একজন মায়ের নিজের পুষ্টি তাঁর সন্তানের জীবনের সূচনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এবারের পোষণ মাসে প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার দশ বছর পূর্তি হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর সেই ভাবনাই প্রতিফলিত হয় যে, কোনও মহিলাকে যেন উপার্জন ও স্বাস্থ্যের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে না হয়। এক দশকে ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে সরাসরি ২১ হাজার ৫১১ কোটি টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। মিশন শক্তির অধীনে আরও শক্তিশালী এই প্রকল্পে দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয়। ২০২৫-২৬ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় স্পষ্ট করা হয়েছে, পরিবারের মধ্যে সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার মতো পরামর্শের সঙ্গে এই আর্থিক সহায়তা যুক্ত হলে তবেই তার পূর্ণ সুফল পাওয়া যায়। রাজস্থানের ‘ক্যাশ প্লাস’ মডেল পর্যালোচনা করে সমীক্ষায় দেখা গেছে, আর্থিক সহায়তার সঙ্গে ধারাবাহিক আচরণগত পরিবর্তনের বার্তা যুক্ত হওয়ায় খাবারের জন্য সেই অর্থ ব্যয় করা মহিলাদের হার ৩০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮৯ শতাংশ হয়েছে। একই সঙ্গে স্বামী ও পরিবারের সদস্যদের এই আলোচনায় যুক্ত করার ফলে মাতৃ-পুষ্টি নিয়ে প্রচলিত নানা ভুল ধারণাও কমেছে। অঙ্গনওয়াড়িকে ঘিরে অংশীদারিত্ব তাই আরও শক্তিশালী হয়। কারণ একজন মায়ের পুষ্টি নিশ্চিত করার দায়িত্ব কখনও শুধুমাত্র তাঁর নিজের হতে পারে না। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নারীকে সম্মান এই ব্যবস্থার মূল কেন্দ্রে রয়েছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। তবে তাঁর ওপর পুষ্টি ও শিশুর প্রাথমিক যত্নের সম্পূর্ণ দায়ভার চাপিয়ে দেওয়া নয়। বরং এর অর্থ তাঁকে সম্মান করা, সহায়তা করা এবং আরও শক্তিশালী করে তোলা। তাঁর জ্ঞান ও মানুষের আস্থা এই ব্যবস্থার অপরিহার্য সম্পদ। এই সেপ্টেম্বর মাসে আমি দেশের প্রতিটি নাগরিককে আহ্বান জানাচ্ছি, নিজের এলাকার অন্তত একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যান। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর সঙ্গে কথা বলুন, মেনু বোর্ড পড়ুন এবং কীভাবে আপনি সহায়তা করতে পারেন তা জানুন। বাবা, দাদা-দিদা, পঞ্চায়েত এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী- সবারই এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

এই সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের অঙ্গনওয়াড়িতে যেসব শিশুর ওজন মাপা হচ্ছে, ভারত স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্ণ করার সময় তাদের বয়স থাকবে কড়ির কোঠায়। সেই সময় তারা যে সুস্বাস্থ্য ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাবে, তার ভিত্তি তৈরি হচ্ছে আজই।যখন প্রতিটি সম্প্রদায় নিজের অঙ্গনওয়াড়ির দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তখন ভারতও গ্রহণ করবে প্রতিটি শিশুর ভবিষ্যতের দায়িত্ব।

(লেখক ভারত সরকারের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।)

আশির দশকে ফ্যাশন আসলে কেমন ছিল ?

মরিয়ম সুলতানা

কেউ পরেছেন হালকা রঙের প্রিন্টেড সুতি শাড়ি, কারও কারও পরনে আবার উজ্জ্বল রঙা শার্ট কিংবা টপস। কানে বড় রঙিন দুল। পুরুষদের কারও গায়ে ঢিলেঢালা শার্ট-ডেনিম জ্যাকেট, কোমরের বেশ ওপরে পরা স্ট্রেইট কাট বা বেলবটম প্যান্ট। হাতে ঘড়ি, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। নারী-পুরুষ উভয়ের মাথায়ই ঝাঁকড়া বা ফোলানো চুল।

গত কয়েকদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন অসংখ্য ছবি ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে তারকারাও এই ট্রেন্ডে যোগ দিয়েছেন। ছবিগুলো রং ও আবহেও পুরোনো দিনের ছাপ। মূলত, বাংলাদেশ ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশের মানুষ নিজেদের আশির দশকের আদলে তৈরি ছবি ফেসবুক কিংবা ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করছেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে নিজেদের বর্তমান ছবিকেই তারা কয়েক দশক আগের রূপ দিচ্ছেন। কিন্তু এআইয়ের তৈরি এসব ছবিতে আশির দশকের যে ফ্যাশন উঠে আসছে, বাস্তবে কি তখনকার মানুষের পোশাকের রীতি এমনই ছিল? আশির দশকে ফ্যাশন কেমন ছিল? আশির দশকের পোশাক- আশাকের চল নিয়ে চলচ্চিত্র সমালোচক বিধান রিবেরু বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, তার মতে এআই দিয়ে তৈরি ছবিগুলো সেই সময়কে শতভাগ তুলে ধরতে না পারলেও তখনকার ফ্যাশন ও বিভিন্ন অনুষঙ্গের একটি ধারণা দিতে পারছে। ‘পোশাক সময়কে ধারণ করে। ওই সময়ে ক্যাসিও’র এক ধরনের ডিজিটাল ঘড়ি পাওয়া যেত। এআই’র বানানো অনেক ছবিতে ওই ঘড়িগুলো এসেছে। তারপর বেলবটম প্যান্ট বা চুল আঁচড়ানোর যে ভঙ্গি, সারা বিশ্বেই এই ফ্যাশন প্রচলিত ছিল, বলেন তিনি। টেপ রেকর্ডারের মতো সে সময়ের জনপ্রিয় বিভিন্ন সরঞ্জামও এসব ছবিতে দেখা যাচ্ছে। তার ভাষায়, ‘প্রপসগুলো আশির দশকেরই। পোশাক-আশাকও ওই সময়ের। এআই হয়তো একশোভাগ আনতে পারেনি, কিন্তু একটা ইমপ্রেশন দিয়েছে। আশির দশকের উপাদান, পোশাক, লুক --- সব মিলিয়েই সেই সময়ের একটা ছাপ পাওয়া যাচ্ছে।’ ফ্যাশন ডিজাইনার ও ফ্যাশন হাউজ বিবিয়ানার স্বত্বাধিকারী লিপি খন্দকারও মনে করেন, এআইয়ের ছবিতে আশির দশকের কিছু বৈশিষ্ট্য বেশ ভালোভাবেই এসেছে। আশির দশকে স্কুলের নবম-দশম শ্রেণিতে পড়তেন তিনি। দশকের শেষ দিকে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায়।

তার স্মৃতিতে, সে সময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল চুলের বিশেষ ধরনের কাট। ‘তখন সবাই চুল সামনের দিকে ছোট ছোট করে কাটত। স্টেপ কাট যেটাকে বলি, সেভাবে চুল কাটতো। ছোট চুল হোক বা বড় চুল হোক, যারা স্টাইল করতো, তাদের মোটামুটি একই ধরনের কাট ছিল। ছেলেদের মধ্যেও বড় চুল রাখার প্রবণতা ছিল।’

সত্তরের দশকের মতো আশির দশকেও ছেলেদের মাঝে উঁচু করে বেলবটম বা ঢিলেঢালা প্যান্ট পরার চল দেখেছেন তিনি, সঙ্গে ফিটিং শার্ট। তবে এআইয়ের ছবিগুলোতে চুলের ধরনের সঙ্গে আশির দশকের বেশ মিল খুঁজে পেলেও পোশাকের ক্ষেত্রে লিপি খন্দকারের পর্যবেক্ষণ কিছুটা ভিন্ন।

কারণ এআই যে সব ছবি বানাচ্ছে, তাতে অনেক মেয়েদের মাথায় রঙ্গিন ব্যান্ডানার মতো কাপড় যুক্ত করতে দেখা যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘সিনেমায় দেখতাম বা যারা গান-টান গাইতো, তারা মাথায় একটু স্কার্ফ দিয়ে ব্যান্ডানার মতো পরতো, অনেকটা বো টাইপের। কিন্তু তখনও বাস্তবে এটা পরার খুব একটা চল ছিল না।’ ‘আশির দশককে এআই কিছুটা রিপ্রেজেন্ট করছে। চুলের স্টাইলের ক্ষেত্রে অনেকটাই মিলে। কিন্তু পোশাকটা বাস্তব জীবনে এতখানি দেখিনি,’ বলেন তিনি। লিপি খন্দকারের স্মৃতিতে, নারীদের পোশাকে সে সময় ‘ম্যাগি হাতা’র বেশ চল ছিল, সেটা স্লিভলেসের চেয়ে একটু বড়। ব্লাউজ থেকে শুরু করে টপস ও অন্যান্য পোশাকেও এ ধরনের হাতা দেখা যেত। বাংলাদেশে শাড়ির সঙ্গে স্লিভলেস কিংবা ম্যাগি হাতার ব্লাউজ পরতেন অনেকে। শিফন ও তাঁতের শাড়িও ছিল প্রচলিত ছিল বলেও জানান তিনি। ‘কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে ওই সময়েই তাঁতের শাড়ি পরার প্রচলন শুরু হয়েছিল। আর ড্রেসের ক্ষেত্রে স্কার্ট-টপস সবাই পরত। টপগুলো ছিল ম্যাগি হাতা,’ বলেন তিনি। স্কার্টের দৈর্ঘ্য সাধারণত হাঁটুর কিছুটা নিচে থাকত। এর পাশাপাশি কলার দেওয়া শার্ট, পেন্সিল হিল পরার কথাও মনে পড়ে তার। পলকা ডটের পোশাক, হল্টার নেক ব্লাউজও ওই সময়ে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়। সালোয়ার-কামিজের ক্ষেত্রেও ছিল আলাদা ধরন। মিড-লেংথ কামিজের পাশাপাশি ঢিলেঢালা বা ব্যাগি টপের সঙ্গে ধুতি ধরনের সালোয়ারও পরতেন কেউ কেউ। কেউ আবার সালোয়ার কামিজের সঙ্গে ভেলভেটের জ্যাকেটও পরতেন। পোশাকে নির্দিষ্ট কোনো একটি রঙের আধিপত্য ছিল না বলে জানান লিপি খন্দকার। তবে তার স্মৃতিতে সে সময় ম্যাজেন্টা রঙের বেশ চল ছিল।

আর পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে জুতা ও কানের দুল পরার প্রবণতাও ছিল। বিশেষ করে বড় গোলাকার উজ্জ্বল রঙ্গের কানের দুল ওই সময়ে বেশ জনপ্রিয়। ‘চাঁদনী চক বা গাউছিয়া মার্কেটে গেলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম, নতুন কী আসছে দেখতে। ফিরোজা কালারের ড্রেস হলে ওই কালারের কানের দুল লাগত। ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচিং জুতা, কানের দুল দেখা যেত’ বলেন তিনি। আন্তর্জাতিকভাবেও আশির দশকের ফ্যাশনে উজ্জ্বল রং, কাঁধের কাছে কুঁচি দেওয়া বড় ও ফোলানো হাতা, চওড়া কাঁধ, বড় আকারের অলংকারের ব্যবহার দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্যাশন ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির “ফ্যাশন হিস্ট্রি টাইমলাইন” অনুযায়ী, এগুলো ছিল আশির দশকের ফ্যাশানের অন্যতম কিছু বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে, ফ্যাশন সাময়িকী “ভোগ”-এর আশির দশকের ফ্যাশন নিয়ে একটি পর্যালোচনায় বলা হয়, ওই সময়ে শরীরের সঙ্গে লেগে থাকা লাইক্রার পোশাকের পাশাপাশি নারীদের “পাওয়ার স্যুট”-ও বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৮৫ সালে “ভোগ” এ ধরনের ফ্যাশনকে নারীদের আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতার প্রকাশের পরিবর্তিত ধারার সাথে যুক্ত করে “পাওয়ার ড্রেসিং” হিসেবে তুলে ধরেছিলো। কারা ফ্যাশন অনুসরণ করতেন, উৎস কী ছিল? এআইয়ের ছবিগুলো দেখলে মনে হতে পারে, আশির দশকের প্রায় সবাই বুঝি একই ধরনের পোশাক পরতেন কিংবা একইভাবে চুল সাজাতেন। বাস্তবতা অবশ্য তেমন ছিল না বলে জানান লিপি খন্দকার। ‘যারা কনজারভেটিভ ছিল, তারা এরকম ফ্যাশন ফলো করতো না। তারা সরাসরি সালোয়ার-কামিজ, ওড়না বা শাড়ি --- মানে রাখঢাক পোশাক পরতো। যারা একটু স্টাইল করে পরতে পছন্দ করতো বা পরিবার অনুমতি দিত, তারা এভাবে পরতো,’ বলেন তিনি। তার মতে, কে ফ্যাশন অনুসরণ করবেন, সেটি শুধু আর্থসামাজিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করতো না। পরিবার ও সামাজিক পরিবেশ থেকে পোশাকের ক্ষেত্রে কতটা স্বাধীনতা পাওয়া যাচ্ছে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ‘মধ্যবিত্তদের মাঝেও যারা স্বাধীনতা পেত, তারা ফ্যাশন ফলো করে পোশাক পরতো। এটা শ্রেণীর বিষয় না বলে আমার মনে হয়।’

এদিকে, চলচ্চিত্র সমালোচক বিধান রিবেরুও মনে করেন, আশির দশকের সবাই একই ধরনের ফ্যাশন অনুসরণ না করলেও সিনেমা, গানসহ জনপ্রিয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে বিশেষ কিছু পোশাক ও সাজ অনুসরণের প্রবণতা ছিল।

ওই সময়ে ‘যারা পপ কালচার দেখেছে, যারা গান-বাজনা করতো... ওইসব ছেলেদের অধিকাংশই বড় বড় চুল রাখতেন,’ বলছিলেন তিনি। তবে লিপি খন্দকারের চেয়ে কিছুটা ভিন্নভাবে বিষয়টিকে দেখছেন বিধান রিবেরু। তার মতে, জনপ্রিয় সংস্কৃতির ফ্যাশন দ্বারা মধ্যবিত্তরাই তুলনামূলক বেশি প্রভাবিত হতেন। ‘কারণ খাওয়া-পরার পর তিন স্তরের মধ্যবিত্তদেরই --- নিম্ন মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত --- কিছুটা সময় উদ্বৃত্ত থাকে, যেখানে তারা শিল্প, সাহিত্য ও চলচ্চিত্র চর্চা করে এবং সেটার দ্বারা প্রভাবিত হয়। উচ্চবিত্তদের সাধারণত কোনোকিছুতেই কিছু এসে যায় না, তাদের সিনেমা দেখার সময়ও নেই,’ বলছিলেন তিনি। সেজন্যই, চলচ্চিত্রের অন্যতম বড় দর্শকগোষ্ঠীও মধ্যবিত্ত। ফলে পর্দায় কোনো পোশাক, চুলের ধরন বা বিশেষ “লুক” জনপ্রিয় হলে মধ্যবিত্ত দর্শকদের একটি অংশের মধ্যে সেটি অনুসরণের প্রবণতা দেখা যেত বলে মনে করে বিধান রিবেরু। আর তখন ইন্টারনেট কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম না থাকায় আশির দশকে নতুন ফ্যাশন ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যম ছিল মূলত সিনেমা, টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকা। কিন্তু সেই সময়ে নতুন ফ্যাশনের খবর মানুষের কাছে পৌঁছাত কীভাবে? ইন্টারনেট কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম না থাকায় সিনেমা, টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকাই ছিল নতুন পোশাক ও সাজ সম্পর্কে জানার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। লিপি খন্দকার নিজে ওইসময় বলিউডের সিনেমা খুব একটা না দেখলেও তার স্মৃতিতে বিশেষ জায়গা দখল করে আছে মার্কিন টেলিভিশন সিরিজ “ডালাস”। সিরিজটির নারী চরিত্রদের চুলের স্টাইল বাংলাদেশের অনেক নারী অনুসরণ করতেন বলে জানান তিনি। ‘ডালাসের পামেলা কীভাবে চুল কাটতো, তা ফলো করত। পার্লারে গেলেও ডালাসের ছবিগুলোই আমাদের দেখাতো। আমার নিজেরও কখনও পামেলার মতো, কখনও শার্লির মতো চুল কাটতে ইচ্ছে করতো।’ পর্দায় দেখা পোশাক সবার পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব না হলেও চুলের স্টাইল অনুকরণ করা তুলনামূলক সহজ ছিল বলে জানান তিনি। ‘বিচিত্রা’র মতো সাময়িকী থেকেও তখনকার তরুণরা ফ্যাশনের ধারণা পেতেন। অন্যদিকে, চলচ্চিত্র সমালোচক বিধান রিবেরুর মতে, বাংলাদেশের মানুষের পোশাক ও চুলের স্টাইলে তখন বলিউডের ব্যাপক প্রভাব ছিল। বিশেষ করে অমিতাভ বচ্চনের মতো বলিউড তারকাদের মাধ্যমে জনপ্রিয় হওয়া “অ্যাংরি ইয়াং ম্যান” ধরনের চেহারা ও পোশাকের প্রভাব সে সময়ের তরুণদের মধ্যে দেখা যেত।

‘আগে ইন্টারনেট ছিল না। তখন টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও প্রিন্ট অনেক প্রভাবিত করেছে। সেসময় “বিচিত্রা” বেরোত। প্রচুর নায়ক-নায়িকার ছবি সম্বলিত প্রচ্ছদ বেরোত। ফ্যাশনের ধারণা সেখানে পাওয়া যেত,’ বলেন বিধান রিবেরু। অর্থাৎ, এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কোনো ফ্যাশন ছড়িয়ে পড়লেও আশির দশকে সেই সিনেমা, টেলিভিশন, ম্যাগাজিন, পত্র-পত্রিকাই ছিল নতুন পোশাক, চুলের ধরন, সাজ সম্পর্কে জানার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এআই কেন সবাইকে প্রায় একই রকম দেখাচ্ছে? আশির দশকের কিছু উপাদান বাস্তবের সঙ্গে মিললেও এআই দিয়ে বানানো ছবিগুলোতে একটি বিষয় বেশ স্পষ্ট যে প্রায় সবার ছবিতেই একই ধরনের পোশাক, চুল ও অনুষঙ্গ বারবার ফিরে আসছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মোস্তফা আকবর মনে করেন, এ ধরনের ছবি তৈরিতে যে জেনারেটিভ এআই টুল ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই টুলের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তিনি বলেন, ‘যে জেনারেটিভ টুল দিয়ে ছবিগুলো বানানো হচ্ছে, এটি সেই টুলের ব্যর্থতা। টুলটি এখনো খুব একটা ভালো নয় বলেই এ ধরনের আউটপুট দিচ্ছে।’ তার মতে, এ ধরনের ছবি তৈরির জন্য এআই মডেলটিকে হয়তো পর্যাপ্ত তথ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি কিংবা সেটিকে ঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয়নি। এ কারণে আশির দশক বলতে মডেলটি তার কাছে থাকা কিছু পরিচিত বৈশিষ্ট্য বারবার ব্যবহার করে একই ধরনের ছবি তৈরি করতে পারে। মডেল টিউনিংয়ের কিছু প্রক্রিয়া আছে। সেগুলোর সব হয়তো ব্যবহার করা হয়নি। আবার বিনামূল্যের সার্ভিস দিয়ে যদি কেউ বানায়, তাহলে হয়তো একরকম ছবি পাচ্ছে। কিন্তু পেইড সংস্করণে হয়তো আরও ভালো ছবি আসছে। এমনও হতে পারে, প্রাথমিকভাবে মার্কেটিংয়ের অংশ হিসেবে তারা এটি ছেড়েছে,’বলেন অধ্যাপক মোস্তফা আকবর। লিপি খন্দকারও ছবিগুলো দেখে একই ধরনের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করেছেন। ’এআই একটা (স্যাম্পল) বের করে সবাইকে একই রকম সাজাচ্ছে বলেন তিনি। তবে অধ্যাপক মোস্তফা আকবর মনে করেন, ব্যবহারকারীদের অভিযোগ ও প্রতিক্রিয়া ভবিষ্যতে এ ধরনের টুলকে আরও উন্নত করতে পারে। তার ভাষায়, ‘এই অভিযোগগুলোই টুলটিকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করবে।’

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলা প্রেসক্লাবে ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: আগরতলা প্রেস ক্লাবে সোমবার অনুষ্ঠিত হলো ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা। সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার, সম্পাদক রমাকান্ত দে, লংতরাই গুঁড়ো মসলা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার রতন দেবনাথ, ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রলজিৎ পাল, সম্পাদক অভিষেক দেববর্মা-সহ সংগঠনের সদস্য ও অন্যান্য সাংবাদিকরা।

বার্ষিক সাধারণ সভায় ফটো সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও পেশাগত চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি সাংবাদিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় এবং সংগঠনের আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা নিয়েও মতবিনিময় করেন উপস্থিত সদস্যরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের নেতৃত্ব সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। বিশেষ করে সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে ফটো সাংবাদিকদের ভূমিকা, তাঁদের পেশাগত নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার পাশাপাশি পেশাগত মান আরও উন্নত করার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয় সভায়। সংগঠনের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন উপস্থিত নেতৃত্ব ও সদস্যরা।

জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তনশীল গতিশীলতার সঙ্গে ভারতকে বারবার নিজেদের কৌশল প্রয়োগ ও পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে: জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): বৃহত্তর স্বার্থ, বেশি আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা এবং আরও বেশি সংখ্যক অংশীদার নিয়ে ভারত এখন আরও জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কাজ করছে। তাই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশকে নিয়মিত নিজেদের কৌশল প্রয়োগ ও পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে বলে মঙ্গলবার মন্তব্য করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল অ্যাফেয়ার্সের (আইসিডব্লিউএ) ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়শঙ্কর বলেন, উপসাগরীয় অঞ্চল এবং ইউক্রেনএই দুই জায়গায় বর্তমানে বড় সংঘাত চলছে। উভয় ক্ষেত্রেই সংঘাতে জড়িত সব পক্ষের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক রয়েছে। ফলে পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভারতের জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ কৌশল তৈরি করা সহজ নয়।

তিনি বলেন, বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে কীভাবে ভারসাম্য বজায় রাখা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করা জরুরি। একইভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। শুল্কের ক্ষেত্রে অস্থিরতা এবং বিভিন্ন বাজারে পণ্য ডাম্পিংও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়।

বিদেশমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাও এখন চরম রূপ নিচ্ছে। সংযম কমে যাওয়ায় ঝুঁকি বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, সংঘাত এড়ানো এবং ঝুঁকি কমানো যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

জয়শঙ্কর বলেন, বৃহত্তর স্বার্থ, বেশি আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা, আরও বেশি অংশীদার এবং ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠা আন্তর্জাতিক পরিবেশের মধ্যে ভারতকে এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে ক্রমাগত নিজেদের মানিয়ে নিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই সাদা-কালো অবস্থান নেওয়ার পরিবর্তে কৌশল ও প্রতিক্রিয়াকে সর্বোত্তমভাবে সাজানোই সমাধানের পথ হতে পারে।

তিনি আরও বলেন, ভারতকে অন্য দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হলেও নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী তা প্রয়োগ করতে হবে। কূটনীতি মূলত সূক্ষ্ম ভারসাম্য ও পরিস্থিতি বোঝার বিষয়। ভারত অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশের নিজস্ব ইতিহাস, অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা রয়েছে। তাই নিজেদের মধ্যে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ক্ষেত্রে আইসিডব্লিউএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আইসিডব্লিউএ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা ও আলোচনার প্রসার ঘটিয়ে আসছে বলে উল্লেখ করেন জয়শঙ্কর। ভারতীয় সংসদ আইসিডব্লিউএ-কে 'জাতীয় গুরুত্বের প্রতিষ্ঠান' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের বৌদ্ধিক সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির স্বতন্ত্র অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছে বলেও তিনি জানান।

আইসিডব্লিউএ-র ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী শুধু প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘ যাত্রাপথ স্মরণ করার উপলক্ষ নয়, আগামী দিনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি কী ভূমিকা পালন করতে পারে, তা নিয়েও ভাবার সুযোগ বলে মন্তব্য করেন বিদেশমন্ত্রী।

ভারতের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততার প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর বলেন, বর্তমানে বিশ্বের আরও বিস্তৃত পরিসরের দেশ ও অঞ্চলের সঙ্গে ভারত যোগাযোগ রাখছে। ভারতের স্বার্থ ক্রমশ বৈশ্বিক হয়ে উঠেছে, দায়িত্ব বেড়েছে এবং সেই সঙ্গে ভারতের প্রতি প্রত্যাশাও বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্লোবাল সাউথ-সহ বিভিন্ন বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে ভারত এখন আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের অবস্থান তুলে ধরছে। ভারতের বৈশ্বিক ভূমিকা যত বাড়বে, আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে দেশের বৌদ্ধিক সম্পৃক্ততাকেও ততটাই এগিয়ে যেতে হবে।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রচলিত আলোচনার বড় অংশ অন্য দেশগুলির অভিজ্ঞতা ও ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু উত্থানশীল ভারতকে বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিজের ইতিহাস, অভিজ্ঞতা, স্বার্থ, ধারণা এবং প্রয়োজনে নিজস্ব পরিভাষাকেও আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় আইসিডব্লিউএ-র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।জয়শঙ্করের মতে, ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তথ্যভিত্তিক ও যুক্তিনির্ভর বিতর্ককে উৎসাহিত করার মাধ্যমে আইসিডব্লিউএ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সামনে থাকা বিভিন্ন বিকল্পকে আরও গভীরভাবে বোঝার সুযোগ করে দেয় এবং বিশ্বের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি আরও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তুলে ধরতে সাহায্য করে। কোনও দেশের উত্থানের সঙ্গে যে বিতর্কগুলি স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়, আইসিডব্লিউএ-কে সেই আলোচনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

মোহনপুরে নেশাবিরোধী অভিযান ৮০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস

আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: নেশাবিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল মোহনপুর মহকুমা পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ বাহিনী। মঙ্গলবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিধাই থানাধীন নোয়াগাঁও ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত উড়াবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৮০ হাজার গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করা হয়েছে।

জানা গেছে, গোপন সূত্রে উড়াবাড়ি এলাকায় গাঁজা চাষের খবর পেয়ে মোহনপুর মহকুমা পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ বাহিনী সেখানে অভিযান চালায়। অভিযানে দুটি প্লটে প্রায় ৫০ হাজার এবং আরও আটটি প্লটে প্রায় ৩০ হাজার গাঁজা গাছের সন্ধান মেলে। পরে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা গাছগুলি কেটে ধ্বংস করে দেন।

অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন মোহনপুরের এসডিপিও আশীষ দাশগুপ্ত। তাঁর নেতৃত্বে পুলিশ ও বিএসএফের জওয়ানরা এই নেশাবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযান প্রসঙ্গে এসডিপিও আশীষ দাশগুপ্ত জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতেই যৌথভাবে এই অভিযান চালানো হয়েছে। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

মোহনপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। আগামী দিনেও নেশাবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

স্মার্ট হচ্ছে এএসটিসি বাস: রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং ও এসওএস ব্যবস্থায় বাড়বে যাত্রী নিরাপত্তা

গুয়াহাটি, ১৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): অসমের গণপরিবহণ ব্যবস্থায় বড়সড় প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। যাত্রী নিরাপত্তা, পরিষেবার দক্ষতা এবং যাতায়াতের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে অসম স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন-এর বাসগুলিতে চালু করা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, নতুন প্রযুক্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্যের বাসগুলি শুধু 'স্মার্ট'ই নয়, আরও নিরাপদ হয়ে উঠছে।আইটিএমএস-এর আওতায় এএসটিসি বাসগুলিতে রিয়েল-টাইম জিপিএস ট্র্যাকিং ব্যবস্থা থাকবে। এর ফলে বাসের গতিবিধি সরাসরি নজরদারি করা সম্ভব হবে এবং যাত্রী ও পরিবহণ কর্তৃপক্ষ উভয়েই বাস পরিষেবা সম্পর্কে আরও স্পষ্ট তথ্য পাবেন।এই প্রযুক্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে আরও উন্নতভাবে বাসের সময়সূচি নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। এর ফলে যাত্রীদের অপেক্ষার সময় কমানোর পাশাপাশি বাসের বহর পরিচালনাও আরও কার্যকর হবে বলে আশা করা হচ্ছে।এই উদ্যোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল বাসের ভিতরে জরুরি প্যানিক বা এসওএস বোতাম চালু করা। মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই জরুরি ব্যবস্থা সরাসরি কন্টোল সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এর ফলে জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে এবং বিশেষ করে মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে।নতুন ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় টিকিটিং এবং ই-পেমেন্টের সুবিধাও যুক্ত হবে। এর ফলে প্রচলিত টিকিট ব্যবস্থার ওপর নির্ভরতা কমবে এবং দৈনন্দিন গণপরিবহণে ডিজিটাল পেমেন্ট আরও সহজ হবে।সরকারের দাবি, প্রযুক্তিনির্ভর এই পরিবর্তনের ফলে এএসটিসি-র পরিষেবা আরও দ্রুত, দক্ষ ও দায়বদ্ধ হবে। একইসঙ্গে যাত্রীদের জন্য নিরাপত্তার পরিবেশও আরও উন্নত হবে।অসমে সরকারি পরিষেবা এবং পরিবহণ পরিকাঠামোয় প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবেই আইটিএমএস চালু করা হচ্ছে। রিয়েল-টাইম নজরদারির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ বাসের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, পরিষেবায় বিলম্ব শনাক্ত এবং রাস্তায় কোনও ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারবে।শহরাঞ্চলের পাশাপাশি ছোট শহর ও গ্রামীণ এলাকার সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অসমের সরকারি বাস এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই জিপিএস ট্র্যাকিং, ডিজিটাল টিকিটিং, জরুরি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা এবং স্মার্ট সময়সূচি একসঙ্গে চালু হওয়ার ফলে এএসটিসি-র পরিষেবায় বড় পরিবর্তন আসতে পারে।এই উদ্যোগের মাধ্যমে অসম সরকার এএসটিসি-কে গণপরিবহণের আধুনিকীকরণের নতুন পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছে। প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবার পাশাপাশি যাত্রী নিরাপত্তা, জবাবদিহি এবং সুবিধাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

কলকাতায় জাপানের প্রতিমন্ত্রী, বাংলায় বিনিয়োগ ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ড. কুনিমিৎসু আয়ানো ১০ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। সফরকালে তিনি রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে জাপান-ভারত সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করা, পশ্চিমবঙ্গে জাপানি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ও আদান-প্রদান বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করেন। মঙ্গলবার জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের এক প্রেস বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

সফরকালে কুনিমিৎসু চলতি বছরের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার গঠিত হওয়ায় রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানান। জাপান ও ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে মতবিনিময় হয়। পাশাপাশি ভারত ও জাপানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৭৫তম বার্ষিকীর প্রাক্কালে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করতে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছায় দুই পক্ষ।

পশ্চিমবঙ্গে কর্মরত জাপানি সংস্থাগুলির বর্তমান পরিস্থিতিও তুলে ধরেন জাপানের প্রতিমন্ত্রী। রাজ্যে জাপানি সংস্থাগুলির বিনিয়োগ আরও বাড়াতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতা চান তিনি। একই সঙ্গে ব্যবসা ও পর্যটনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ও আদান-প্রদান আরও গভীর করার বিষয়েও আলোচনা হয়।

চার দিনের সফরের অংশ হিসেবে কুনিমিৎসু প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন কলকাতার গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড বা জিআরএসই পরিদর্শন করেন। সেখানে সংস্থার শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে ভারত ও জাপানের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন তিনি।

ভারত ও জাপান প্রতিরক্ষা ও সামুদ্রিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণের চেষ্টা চালাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে জিআরএসই-তে জাপানের প্রতিমন্ত্রীর সফরকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। দুই দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও বাড়ানোর বিষয়েই বৈঠকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এছাড়া কুনিমিৎসু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতিবিজড়িত নেতাজি ভবন পরিদর্শন করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা নেতাজির সঙ্গে জাপানের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। নেতাজির এক আত্মীয় জাপানের প্রতিমন্ত্রীকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং নেতাজির সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক সম্পর্কে বিস্তারিত জানান।

পশ্চিমবঙ্গে অবস্থানকালে জাপানের প্রতিমন্ত্রী আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন করেন। ভারত ও জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তি সামনে রেখে তাঁর এই সফর অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, পর্যটন ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের নতুন সুযোগ তৈরি করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত বৈঠকগুলি পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে জাপানের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে টোকিওর আগ্রহেরও ইঙ্গিত দিয়েছে। বিশেষ করে জাপানি সংস্থাগুলির বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ও আদান-প্রদান বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ ভারতে 'পেনশন সখী' বাড়িয়ে পেনশন কভারেজ সম্প্রসারণ করবে সরকার

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): গ্রামীণ পরিবারগুলির মধ্যে পেনশন কভারেজ বাড়ানো এবং সামাজিক সুরক্ষা আরও শক্তিশালী করতে 'পেনশন সখী' নামে একটি বিশেষ কর্মী কাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র। এই লক্ষ্যে গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর এবং পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (পিএফআরডিএ)-র মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে মঙ্গলবার সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক জানিয়েছে, দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুডস মিশনের বিস্তৃত সামাজিক সংগঠন ও কমিউনিটি নেটওয়ার্ককে এই উদ্যোগে কাজে লাগানো হবে। এর মধ্যে ব্যাংকিং করেসপন্ডেন্ট (বিসি) সখী এবং প্রশিক্ষিত অন্যান্য কমিউনিটি রিসোর্স পার্সনদের মাধ্যমে পেনশন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি, নাম নথিভুক্তকরণ এবং পেনশন সংক্রান্ত সহায়তা দেওয়া হবে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এসএইচজি)-র সদস্য, গ্রামীণ মহিলা, 'লাখপতি দিদি' এবং অন্যান্য প্রান্তিক ও পরিষেবার বাইরে থাকা জনগোষ্ঠী এই উদ্যোগের বিশেষ সুবিধা পাবেন।

গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রকের সচিব রোহিত কানসাল বলেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের সঞ্চয়ের ধরন, জীবিকার চক্র এবং ঝুঁকির পরিস্থিতি অন্যদের তুলনায় আলাদা। সামাজিক সুরক্ষা মিশনের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এর মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পরিবারগুলি বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবিলা করতে, নিজেদের স্থিতিস্থাপকতা বাড়াতে এবং দীর্ঘমেয়াদে আরও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে পারবে।

তিনি বলেন, পেনশন সম্পর্কে সচেতনতা এবং আর্থিক সাক্ষরতার ক্ষেত্রে সততা, স্বচ্ছতা ও বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশিক্ষিত বিসি সখী এবং আর্থিকভাবে সচেতন অন্যান্য কমিউনিটি কর্মীরা 'পেনশন সখী' হিসেবে কাজ করে দেশের গ্রামীণ এলাকায় পেনশন কভারেজ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে পারবেন বলেও তিনি আশাবাদী।

পিএফআরডিএ-র পূর্ণকালীন সদস্য (অর্থনীতি) মমতা শঙ্কর অবসব - পবিকল্পনাব প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। বাড়তে থাকা গড় আয়ু এবং পরিবর্তিত জনসংখ্যাগত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অবসরকালীন আর্থিক নিরাপত্তার জন্য আগাম পরিকল্পনা জরুরি বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারগুলির মধ্যে ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম-সহ বিভিন্ন পেনশন প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হবে। বিশেষ করে যেসব গ্রামীণ পরিবারের আনুষ্ঠানিক অবসরকালীন সঞ্চয় ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার সীমিত, তাঁদের এই উদ্যোগের আওতায় আনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

সরকারের মতে, এই অংশীদারিত্ব পেনশন সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আরও গভীর করা এবং গ্রামীণ মানুষের সামাজিক সুরক্ষা জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এর ফলে দেশের গ্রামীণ নাগরিকদের আর্থিক নিরাপত্তা বাড়িয়ে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থিতিশীল সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'পেনশন সখী'রা প্রত্যন্ত এলাকাতেও মানুষের দোরগোড়ায় গিয়ে পেনশন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি, নাম নথিভুক্তকরণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন। ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড, মোবাইল ও ওয়েবভিত্তিক পরিষেবা এবং কেন্দ্রীয় রেকর্ড-রক্ষণকারী সংস্থার মাধ্যমে ইউনিক আইডেন্টিফায়ার-ভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থার সাহায্যে সচেতনতা, নথিভুক্তকরণ ও কর্মীদের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা হবে।

বাংলায় যে কোনও মূল্যে 'অপরাধের সংস্কৃতি' বন্ধ করতে হবে: দিলীপ ঘোষ

নিউটাউন, ১৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সমাজবিরোধী শক্তির দাপট ছিল বলে দাবি করে রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ মঙ্গলবার জানিয়েছেন, এই ধরনের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে সরকার প্রয়োজনীয় সব আইন প্রণয়ন করবে। আইনশৃঙ্খলা আরও কঠোর করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বলেও জানান তিনি।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় দিলীপ ঘোষ বলেন, বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে সমাজবিরোধী শক্তির আধিপত্য ছিল। রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে যোগসাজশ করে তারা সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। 'তোলাবাজি', 'সিন্ডিকেট' এবং 'কাটমানি'র মতো শব্দগুলি বাংলাতেই বেশি শোনা যায় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এর ফলে রাজ্যের শিল্প ও ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়েছেন বলে দাবি তাঁর।

তিনি বলেন, এই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নির্মূল করতে সরকার প্রয়োজনীয় সব আইন করবে। প্রশাসনকে আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে আরও কঠোর হতে হবে এবং সেই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। পুলিশকর্মীদেরও কোনও ছাড় দেওয়া হবে না এবং তাঁদেরও জবাবদিহির আওতায় আনা হচ্ছে। যে কোনও মূল্যে এই 'অপরাধের সংস্কৃতি' বন্ধ করতে সরকার প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানান তিনি।

জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা কোন পথে এগোবে এবং কীভাবে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে মানুষকে শিক্ষিত করা যায়, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। বহু আলোচনা হলেও এতদিন তা বাস্তবায়িত হয়নি বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দীর্ঘ আলোচনা, সেমিনার এবং বিভিন্ন মহলের মতামত নেওয়ার পর জাতীয় শিক্ষা নীতি কার্যকর করেছেন। বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের পর সমাজ এর সুফল পাবে, যদিও তার জন্য কিছুটা সময় লাগবে।

তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে দিলীপ ঘোষ বলেন, তাঁর দল শাসক দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। পুরনো, নতুন, ভালো বা খারাপযাই হোক না কেন, তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাঁরা ঢুকতে চান না। নিজেদের সমস্যা নির্বাচন কমিশনের কাছে নিয়ে গিয়ে সমাধান করার পরামর্শ দেন তিনি। নির্বাচন কমিশন বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলেও জানান তিনি।

এদিকে, সোমবার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী তৃণমূল কংগ্রেস গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গের দুটি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। এর মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরের সঙ্গে তাদের নির্বাচনী লড়াই আরও জোরদার হয়েছে। বিদ্রোহী গোষ্ঠী সরকারি দলের নাম ও প্রতীক নিয়েই নির্বাচনে লড়বে বলে দাবি করেছে। তবে দুই গোষ্ঠীর দাবির বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি।

মহিলা কংগ্রেসের ৪২তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত। ছবি নিজস্ব

Page 3_5_7- JAGARAN11.pmd 2 16-09-2026, 01:31

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কানে কিছু ঢুকলে কী করবেন, কী করবেন না

সুড়সুড়ি আর চরম অস্বস্তিতে ছটফট করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এই বিড়ম্বনা আরও মারাত্মক রূপ নেয়। তবে এমন পরিস্থিতিতে কান থেকে পোকা বের করার তাড়াহুড়োয় ছোট্ট একটি ভুল ডেকে আনতে পারে চিরতরে শ্রবণশক্তি হারানোর মতো বড় বিপদ।

ঘরের কাজ বা নিজের মনে নিভৃতে কোনো কাজে ব্যস্ত রয়েছেন, ঠিক এমন সময় হঠাৎ উড়ে এসে একটি পোকা সটান ঢুকে গেল কানে! মুহূর্তে তীব্র যন্ত্রণা, সুড়সুড়ি আর চরম অস্বস্তিতে ছটফট করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এই বিড়ম্বনা আরও মারাত্মক রূপ নেয়। তবে এমন পরিস্থিতিতে কান থেকে পোকা বের করার তাড়াহুড়োয় ছোট্ট একটি ভুল ডেকে আনতে পারে চিরতরে শ্রবণশক্তি হারানোর মতো বড় বিপদ। কানে পোকা কিংবা অন্য কোনও ক্ষুদ্র বস্তু ঢুকলে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। জেনে নিন এমন জরুরি পরিস্থিতিতে কোন ভুলগুলো ভুলেও করা যাবে না এবং সঠিক কী করণীয়: কোন ভুলগুলো একদম করবেন না?

খোঁচাখুঁচি নয়: কানের ভেতর পোকা ঢুকলে তৎক্ষণাৎ দেশলাই কাঠি, কটন বাড, সেফটিপিন কিংবা আঙুল দিয়ে খোঁচাখুঁচি শুরু করবেন না। এতে পোকাটি বের হওয়ার বদলে কানের আরও গভীরে চলে যেতে পারে। এমনকি আঘাত লেগে কানের পর্দা ফেটে স্থায়ীভাবে বধির হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। মাথায় আঘাত বা ঝাঁকুনি নয়: কান থেকে পোকা বের করতে মাথা একদিকে কাত করে জোরে ঝাঁকানো বা কানের ওপর সজোরে চাপড় মারা একেবারেই অনুচিত। এতে পোকা বাইরে আসে না, বরং কানের তরুণাস্থি (পিনা) ও ভেতরের নাজুক অংশ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

জলের ব্যবহার করবেন না: কানের ভেতরে পানি ঢেলে পোকা বের করার চেষ্টা করা বিপজ্জনক। পোকাটি জীবন্ত থাকলে পানি পাওয়ার পর আরও বেশি ছটফট করবে এবং কানের ভেতরের নালীতে আরও গভীরে সেঁধিয়ে যাবে। এমন পরিস্থিতিতে কী করবেন? মাথার অবস্থান সঠিক রাখুন: যে কানে পোকা ঢুকেছে, সেই কানটি নিচের দিকে না রেখে মাথাটি এমনভাবে কাত করুন যেন আক্রান্ত কানটি উপরের দিকে থাকে। ঈষদুষ্ণ তেলের ব্যবহার: অলিভ অয়েল বা সরিষার তেল সামান্য উষ্ণ গরম করে নিন। প্রথমে হাতের তালুতে ফেলে উষ্ণতা সহনীয় কি না যাচাই করুন। এবার ড্রপারের সাহায্যে আক্রান্ত কানে কয়েক ফোটা তেল দিন। উষ্ণ তেলে শ্বাসের অভাবে পোকাটি মারা যাবে। এর কিছুক্ষণ পর কানটি নিচের দিকে কাত করলে তেলের সঙ্গে মৃত পোকাটিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাইরে বেরিয়ে আসবে। (বিশেষ সতর্কবার্তা: যদি কানে আগে থেকেই তীব্র ব্যথা, পুঁজ পড়া বা রক্তক্ষরণের সমস্যা থাকে, তবে কানের পর্দা ছেঁড়া থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ভুলেও কানে তেল দেবেন না; সোজা ডাক্তারের কাছে যান। চিকিৎসকের পরামর্শ: তেল দেওয়ার পরও যদি সংশয় থাকে যে পোকাটি পুরোপুরি বের হয়নি, কিংবা তার কোনো অংশ বা পা কানের ভেতরে রয়ে গেছেতবে কালবিলম্ব না করে ইএনটি বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হন। পোকার কোনো অবশিষ্টাংশ ভেতরে থেকে গেলে তা থেকে বড় ধরনের সংক্রমণ বা ইনফেকশন হতে পারে।

পেট থেকে গুড়গুড় শব্দ কেন শোনা যায়

অনেক সময় আমরা পেটের মধ্যে থেকে 'গুড়গুড়' আওয়াজ শুনতে পাই। কখনও কখনও এই আওয়াজ অন্য রকম শুনতে লাগে আবার কখনও কখনও গুড়গুড় না হয়ে ঘড়ঘড়ও মনে হয়। অনেকে মনে করেন, এমন আওয়াজ শুধু মাত্র খিদে পেলেই হয়। কিন্তু আপনি কি জানেন, পেটের এই শব্দ আসলে আমাদের পরিপাকতন্ত্রের অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া? আমরা খাবার খাওয়ার পর তা ক্রমে পাকস্থলী ও অন্ত্রে গিয়ে পৌঁছায়। খাবারকে হজম করার জন্য আমাদের অন্ত্রের পেশীগুলো নিয়মিত সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে পেরিস্টালসিস। খাবারের বস্তুর সঙ্গে মাঝেমাঝে পাকস্থলী ও অন্ত্রে থাকা তরল পদার্থ ও গ্যাসও ক্রমে ক্ষুদ্রান্ত্র হয়ে বৃহদান্ত্রের দিকে এগিয়ে চলে। এই এগিয়ে চলার পথে পেটে বিভিন্ন কম্পন হয়। সেই কম্পনই পেটের ভেতরের বিভিন্ন শব্দ দিয়ে আমাদের কানে পৌঁছায়। তবে এখানে আসে একটা প্রশ্ন। খিদে পেলে পেটে বেশি শব্দ শোনা যায় কেন? কারণ দীর্ঘসময় খাবার না খেলে পাকস্থলী ও অন্ত্র প্রায় খালি থাকে। তখন পরিপাকতন্ত্রের পেশীগুলো নির্দিষ্ট সময় অন্তর সংকুচিত হয়ে ভিতরের অবশিষ্ট তরল ও গ্যাসকে এগিয়ে দেয়। খালি পেটের মধ্যে যেহেতু তখন কিছুই নেই, তাই অনেক সময় এই আওয়াজগুলো আরও বেশি শোনা যায়। তাই পেটের ভেতর গুড়গুড় শব্দ মানেই যে কিছু হয়েছে, এমন মনে করার কিছু কারণ নেই। এর পাশাপাশি খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া, সফট ড্রিঙ্কস পান করা, কিছু খাবার খেলেও এই গ্যাস তৈরি হয় পেটে। তবে সাধারণত এসব আওয়াজ শুনলে দুশ্চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। তবে যদি শব্দের সঙ্গে তীব্র পেটব্যথা, দীর্ঘস্থায়ী বমি, পেট ফুলে যাওয়া ও পায়খানা হতে থাকে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। নাহলে এই শব্দে ঘাবড়ানোর বিশেষ কোনও কারণ নেই।

লিভার থেকে বর্জ্য দূর করতে ডিটক্স ওয়াটার কি ভালো

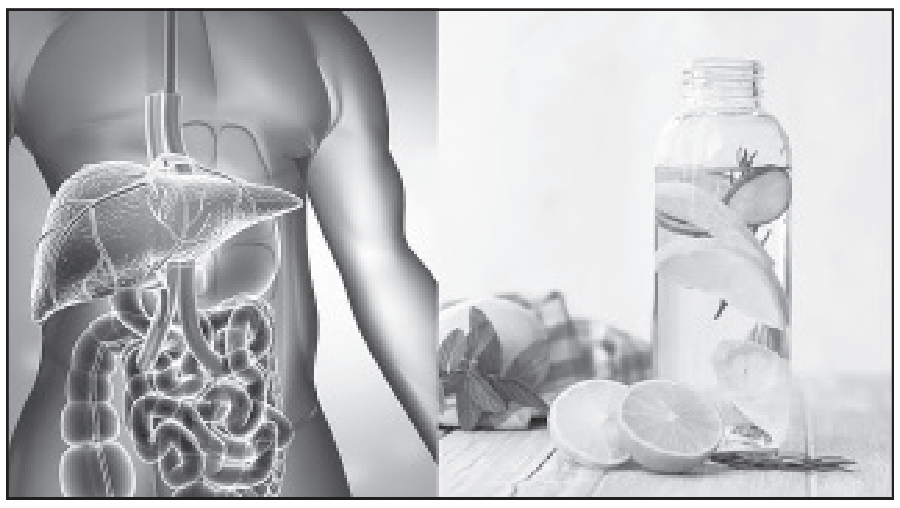

ওয়েলনেস ইনফ্লুয়েন্সরদের হাত ধরে জনপ্রিয় হয়েছে ডিটক্স ওয়াটার বা ড্রিংক। বহু মানুষের ধারণা, লিভার থেকে টক্সিন দূর করতে ডিটক্স পানীয় দারুণ উপযোগী। কিন্তু চিকিৎসকরা বলছেন লিভারকে টক্সিন মুক্ত রাখতে আলাদা কোনও ডিটক্স ওয়াটার বা পানীয় খাওয়ার দরকার পড়ে না। বরং, রোজের খাদ্যাভ্যাসই লিভারকে সুস্থ রাখার সহজ উপায়। গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট জোসেফ সালহাব জানিয়েছেন, রোজ খাদ্যাভ্যাসের দ্বারাই লিভার থেকে টক্সিন বের করা যায়। পাশাপাশি সুষম আহার লিভারের কার্যকারিতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে। কোন সময়ে কী ধরনের খাবার খাওয়া উচিত, সেটাও শেয়ার করেছেন ডাঃ জোসেফ।

লিভার সুস্থ রাখতে কী কী খাবেন?

ব্রেকফাস্ট: গবেষণায় দেখা গিয়েছে, স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি কমিয়ে দিতে পারে। চিয়া সিড, আখরোট এবং গ্রিক ইয়োগার্টের সঙ্গে ব্লুবেরির মতো খাবার রাখতে পারেন। এগুলোতে প্রোটিন, ফাইবার, প্রোবায়োটিক, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

লাঞ্চ: দুপুরের খাবারে ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন, ফাইবার এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাটে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসক। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ডাল, টমেটোর মতো সব্জি, অলিভ অয়েল এবং মাছ বেছে নিতে পারেন।

ডিনার: রাতের খাবারেও প্রোটিন, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ফাইবার রাখা উচিত। ডাঃ জোসেফ বাঁধাকপি বা ব্রকোলির মতো ক্রুসিফেরাস সব্জি রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। এই ধরনের সব্জি লিভারকে ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে। কোন ধরনের পানীয় লিভারের জন্য উপকারী? ডাঃ জোসেফের মতে, ব্ল্যাক কফি, গ্রিন টি, মাচা এবং বেরি দেওয়া স্মুদি লিভারের স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ উপকারী। এই ধরনের পানীয়তে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং পলিফেনলের মতো উপাদান রয়েছে, যা স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। তাই ডিটক্স ড্রিঙ্কস হিসেবে এই সব পানীয় দিনে এক-আধ বার খেতে পারেন।

লিভার ভালো রাখতে গেলে কি মিষ্টি খাওয়া ছাড়তে হবে?

প্রক্রিয়াজাত চিনি একেবারেই স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। তাই যে সব খাবার বা পানীয়তে প্রক্রিয়াজাত চিনি রয়েছে, সেগুলো এড়িয়ে চলাই ভালো। তবে পিনাট বাটার, ডার্ক চকোলেট, মধু এবং আপেলের সঙ্গে দারুচিনির গুঁড়ো মিশিয়ে খাওয়া যায়। এই ধরনের ডেসার্টে ফাইবার, পলিফেনল এবং হেলদি ফ্যাট রয়েছে।

ভাতের সঙ্গে প্রথম পাতে রোজ করলা খাওয়া কি ঠিক

প্রথমে করলা ভাজা দিয়ে অনেকেই এক থালা ভাত খেয়ে ফেলেন। ডাল-শুক্তোতে করলা পড়লে, ভালোবেসেই খান তাঁরা। আবার অনেকে রয়েছেন, যাঁদের একেবারেই পছন্দ নয় করলা। কিন্তু এই সব্জিকে শুধু স্বাদ দিয়ে বিচার করলা খেলে কোন কোন রোগের ঝুঁকি কমে? রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করলার মধ্যে polypeptide বা charantin-এর মতো কিছু যৌগ রয়েছে। এগুলো ইনসুলিন সেনসিটিভি বাড়াতে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তাই ডায়াবিটিসের রোগীদের জন্য এত উপকারী করলা। হজমশক্তি বাড়ায় ফাইবারে ভরপুর হওয়ায় করলা হজমে সহায়তা করে। এ কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে। রোজের পাতে ফাইবার না থাকলে হজমের সমস্যা বাড়বেই। তাই সব সব্জির সঙ্গে করলাও রাখা দরকার। পুষ্টিতে ভরপুর--- করলার মধ্যে ভিটামিন এ, সি এবং ফোলেট রয়েছে। এ ছাড়াও পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের মতো মিনারেল পাওয়া যায়। এই সব উপাদানগুলো সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ--- করলার মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পাওয়া যায়। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায় এবং প্রদাহ প্রতিরোধ করে। হৃদরোগ, ক্যান্সারের মতো বিভিন্ন ক্রনিক অসুখ প্রতিরোধে সাহায্য করে করলা। ইমিউনিটি বুস্টার--- ভিটামিন সি-তে ভরপুর করলা। এটি শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। জ্বর-সর্দি-কাশির মতো সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে এই সব্জি। এ ছাড়া যে কোনও ধরনের সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে করলা। করলা কি রোজ খাওয়া যায়? করলা পুষ্টিতে ভরপুর হলেও রোজ খাওয়া ঠিক নয়। তবে ব্যালান্সড ডায়েটের সঙ্গে করলা রাখলে উপকারই পাবেন। যদি করলায় অ্যালার্জি না থাকে, তা হলে এই সব্জি নিয়মিত খাওয়া যায়। ১. করলা কি ডায়াবিটিসের জন্য ভালো? করলায় থাকা কিছু যৌগ রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে। তবে ডায়াবিটিসের ওষুধের পরিবর্তে করলার উপর নির্ভর করা উচিত নয়। ২. করলা কি হজমশক্তি বাড়ায়? করলায় ফাইবার থাকায় এটি হজমে সাহায্য করতে পারে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতে সহায়ক হতে পারে। ৩. করলায় কী কী পুষ্টি উপাদান রয়েছে? করলায় ভিটামিন A ও C, ফোলেট, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম এবং বিভিন্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পাওয়া যায়। ৪. করলা কি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়? করলায় থাকা ভিটামিন C স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। তবে করলা খেলে সর্দি-কাশি বা সংক্রমণ নিশ্চিত ভাবে প্রতিরোধ হয়এমন দাবি করা যায় না। ৫. প্রতিদিন কি করলা খাওয়া যায়? অ্যালার্জি বা বিশেষ শারীরিক সমস্যা না থাকলে সুষম ডায়েটের অংশ হিসেবে নিয়মিত করলা খাওয়া যেতে পারে। তবে অতিরিক্ত খাওয়ার প্রয়োজন নেই।

রোজ দাত মাঁজলেও মুখে দুর্গন্ধ হচ্ছে কেন

সকালে ঘুম থেকে উঠেই প্রথম কাজ হয় দাঁত মাজা। দন্ত চিকিৎসকরা বলেন যে দিনে অন্তত দুইবার দাঁত মাজা উচিত। সকালে উঠে এবং রাতে খাবার খাওয়ার পর দাঁত মাজা স্বাস্থ্যকর অভাস। তবে এরপরও অনেকের মুখে দুর্গন্ধ হয়। কেন এমন হয় জানেন? মুখের দুর্গন্ধকে হ্যালিটোসিস বলে। এর পিছনে এমন কিছু কারণ থাকে, যা শুধুমাত্র দাঁত ব্রাশ করে দূর করা যায় না। কীভাবে মুখের গন্ধ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তার সহজ কয়েকটি উপায় রইল এখানে। মুখে দুর্গন্ধ হওয়ার অনতম কারণ হল নিয়মিত ফ্লসিং না করা। খাবার খাওয়ার পর দাঁতের ফাঁকে যে খাবার আটকে থাকে, তার থেকে ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হয়। আটকে থাকা খাবার ধীরে ধীরে পচতে শুরু করে। এর থেকেই দুর্গন্ধ হয়।

মুখে যাতে গন্ধ না হয়, তার জন্য নিয়মিত ফ্লসিং করা উচিত। পাতলা সুতো দিয়ে দাঁতের ফ্লসিং করা উচিত, এতে খাবারের অবশিষ্ট অংশ বেরিয়ে যায়। যদি নিয়মিত দাঁত মাজা ও ফ্লসিং করার পরও মুখে দুর্গন্ধ থাকে, তাহলে জিভের উপরে থাকা ব্যাকটেরিয়া এর কারণ হতে পারে। সালফার উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়া জিভের উপরে ও গলার পিছনে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই ব্যাকটেরিয়াগুলি খাবারের প্রোটিন ভেঙে দুর্গন্ধ ছড়ায়। কম জলপান করলেও কিন্তু মুখে দুর্গন্ধ হতে পাকে। শরীরে ডিহাইড্রেশন হলে, লালা উৎপাদন কমে যায়। তখন দুর্গন্ধ হতে পারে। এছাড়া নিয়মিত কফি পান করলেও মুখে দুর্গন্ধ হয়। কারণ ক্যাফেইন লালা উৎপাদন কমিয়ে দেয়। মুখের ভিতরে শুকিয়ে যায়। সেই কারণে দুর্গন্ধ হতে পারে। বেশি ধূমপান করলেও, মুখের ভিতর শুষ্ক হয়ে যায়। সেই কারণে দুর্গন্ধ হতে পারে। ধূমপান ছেড়ে দিলে, এই দুর্গন্ধও চলে যায়।

ব্যস্ততার কারণে সম্পর্কে দূরত্ব বাড়ছে? নিজেদের কাছাকাছি রাখতে মেনে চলুন পাঁচ অভ্যাস

অফিসের টানা কাজ, মিটিং, পরিবারের দায়িত্ব আর সারাদিনের ক্লান্তি সব সামলে সঙ্গীকে সময় দেওয়া আজকাল সত্যিই কঠিন। ব্যস্ত জীবনে দেখা যায় সারা দিনের কথোপকথন শুধুই 'কখন ফিরবে?' বা 'রাতের খাবার অর্ডার করেছ?' এইটুকুতেই আটকে থাকে। তবে ফাঁকা সপ্তাহের অপেক্ষায় না থেকে, কিছু ছোট ছোট অভ্যাস গড়ে তুললেই ব্যস্ততার মাঝেও সম্পর্কে ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখা সম্ভব। দিনে অন্তত ১০ মিনিট কথা বলুন সম্পর্ক ভালো রাখতে প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডেটে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। দিনে মাত্র ১০ মিনিট সময় বের করুন। সারাদিন কেমন কাটল, একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করুন। বাজার বা ঘরের কাজের বাইরে তাঁর মনের কথা শুনুন। এই সময়ে ফোনটা দূরে সরিয়ে শুধু সঙ্গীর কথা শুনলেই মন হালকা হয়। ক্যালেন্ডারে ডেটের সময় নির্দিষ্ট করুন কাজের ফাঁকে ডেটের সময় আগে থেকে ঠিক করা শুনে রোমাঞ্চকর না-ও লাগতে পারে। কিন্তু ব্যস্ত দিনে সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখতে এটা খুব কাজে দেয়। সপ্তাহে একটা দিন বা সময় আগে থেকেই ব্লক করে রাখুন। বাইরে খাওয়া হোক, ঘরের সিনেমা দেখা কিংবা শুধু পাশে হাঁটা সেই সময়টা অন্য কোনও কাজ রাখবেন না।

ছোট্ট কিছু নিজস্ব নিয়ম তৈরি করুন দু'জনের কাজের সময় আলাদা হলেও ছোট কিছু অভ্যাসে জড়িয়ে থাকুন। সকালে একসঙ্গে এক কাপ চা খাওয়া, রাতে একটা গুড নাইট কল করা বা কাজের ফাঁকে মজার কোনও রিল পাঠানো। এই সামান্য মুহূর্তগুলোই সম্পর্কের টান বজায় রাখে।

মনের কথা স্পষ্ট করে বলুন সঙ্গী আপনার মন পড়ে নেবেন এই আশা করবেন না। ক্লান্তি বা অভিমান লুকিয়ে না রেখে সোজা কথা বলুন। 'আজ কি আমরা রাতে ২০ মিনিট একসঙ্গে গল্প করতে পারি?' এ ভাবে বললে সঙ্গী সহজেই বুঝবেন। চুপচাপ বসে থেকে দূরত্ব বাড়ানো বন্ধ করুন। ছুটির দিনে যৌথ পরিকল্পনা করুন দু'জন একসঙ্গে কোনও বিশেষ ছুটির দিন পেলে তা আগে থেকেই পরিকল্পনা করে নিন। দু'জনে মিলে ঘর গোছানো, একসঙ্গে রান্না করা বা ছোট্ট কোনও ট্রিপের প্ল্যান করা যায়। এতে ব্যস্ততার মাঝেও আগামী দিনের একটা মিষ্টি অপেক্ষা তৈরি হয়। একনজরে প্রতিদিন অন্তত ১০ মিনিট শুধু সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলুন। ব্যস্ততার মধ্যেও একসঙ্গে সময় কাটানোর দিন বা সময় আগে থেকে ঠিক করুন। দু'জনের নিজস্ব ছোট ছোট অভ্যাস বা রুটিন তৈরি করুন। মনের কথা বা প্রয়োজন চুপ করে না রেখে স্পষ্ট ভাবে বলুন। ছুটির দিনে একসঙ্গে কোনও পরিকল্পনা করুনরান্না, ঘর গোছানো বা ছোট্ট ভ্রমণ। সম্পর্ক ভালো রাখতে সবসময় অনেক সময় নয়, নিয়মিত যত্ন ও মনোযোগই বেশি জরুরি।

১। ব্যস্ততার কারণে সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হলে কী করবেন?

প্রতিদিন অল্প সময় হলেও সঙ্গীর সঙ্গে মন দিয়ে কথা বলুন। ছোট ছোট নিয়মিত মুহূর্ত সম্পর্কের দূরত্ব কমাতে সাহায্য করে।

২। প্রতিদিন কতক্ষণ সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলা উচিত?

নির্দিষ্ট কোনও সময় নেই। তবে ব্যস্ততার মধ্যেও ১০ মিনিট মন দিয়ে কথা বলা ভালো অভ্যাস হতে পারে। ৩। ব্যস্ত দম্পতিদের কি ডেটের সময় আগে থেকে ঠিক করা উচিত? হ্যাঁ। ক্যালেন্ডারে সময় নির্দিষ্ট করে রাখলে ব্যস্ততার মধ্যে সেই সময়টি হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে। ৪। সঙ্গী আমার মনের কথা বুঝবেনএমন আশা করা কি ঠিক? না। আপনার কী প্রয়োজন বা কেমন লাগছে, তা সরাসরি বলাই ভালো। এতে ভুল বোঝাবুঝি কমে। ৫। একসঙ্গে সময় কাটাতে বাইরে যেতেই হবে? একেবারেই নয়। একসঙ্গে রান্না করা, সিনেমা দেখা, চা খাওয়া বা হাঁটতেও যাওয়া যায়। সময়টির মানটাই আসল। ৬। ছোট ছোট অভ্যাস কি সত্যিই সম্পর্ক ভালো রাখতে পারে? হ্যাঁ। নিয়মিত ছোট্ট যত্ন, কথা বলা এবং একসঙ্গে কাটানো সময় সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে।

বয়স বাড়লে বন্ধু পাতানো কঠিন

'বন্ধু নামের কোনো পদবী নেই/ বন্ধুর ঠিকানা হাত বাড়ালেই'...

বন্ধু পাশে থাকলে সব মুশকিল আসান হয়ে যায়। তবে ছোটবেলায় বন্ধু পাতানো যতটা সহজ, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে ততটাই এটা কঠিন হয়ে যায়। বয়স বাড়লে দায়িত্ব ঘাড়ে চাপে। কাজের অতিরিক্ত চাপ, দুশ্চিন্তা আছেই। তা ছাড়া কে আপন, কে পর এই ভাবতে ভাবতেই আর নতুন বন্ধু তৈরি করা হয় না। কাকে বিশ্বাস করা উচিত, সেটা বুঝতেও সময় লাগে। কিন্তু এই ছোটবেলায় এই সব ঝামেলা ছিল। তবে পাশে বন্ধু চাই। তাই বন্ধু পাতানোর সময়ে এই ৩ বিষয়ের খেয়াল রাখুন।

মন খোলা কথা

কর্মজীবনে প্রবেশ করার পরে জীবন অনেকটাই বদলায়। বহু মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। কিন্তু প্রত্যেকেই বন্ধ হয় না। তবে প্রত্যেকের সঙ্গেই কথা বলা উচিত। আর কথা বলার সময়ে দেখবেন যে ব্যক্তি মন খুলে গল্প করে, আপনি তাঁর সঙ্গে আড্ডা জমাতে পারেন, তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা সহজ হতে পারে। তা ছাড়া কথা বলার সময়ে সে আপনাকে জাজ করে না, বরং আপনার কথা শোনার চেষ্টা করে এমন মানুষই প্রকৃত বন্ধু হয়।

পজিটিভ ভাইবস

কিছু কিছু মানুষ রয়েছেন, যাঁদের সঙ্গে কথা বললেই মন ভালো হয়ে যায়। তিনি সব সময়ে পজিটিভ কথাবার্তা বলেন। পছন্দের কাজগুলো করার জন্য আপনাকে উৎসাহ দেন। নিজের কমফোর্ট জোন থেকে আপনি যখন কোনও কাজ করেন, তিনি সবসময়ে আপনার পাশে থাকেন। তিনি সব সময়ে আপনার ভালো হোক, সেটাই চান।

সম্মান বজায় রাখা

বন্ধুত্ব হিসেব রাখার প্রয়োজন পড়ে না। সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার দায়ভারও একজনের উপর নয়। দু'তরফ থেকেই যোগাযোগ রাখতে হয়। আর বজায় রাখতে হয় একে অন্যের প্রতি সম্মান। বন্ধু আপনার কথার গুরুত্ব ও মর্যাদা দিচ্ছে কি না, তা খেয়াল রাখা জরুরি। যে ব্যক্তি আপনাকে সম্মান টুকু দিতে পারবেন না, তাঁকে বন্ধু বলা যায় না। ১. বয়স বাড়লে বন্ধুত্ব করা কঠিন হয় কেন?

কাজের চাপ, দায়িত্ব, দুশ্চিন্তা ও ব্যস্ততার কারণে নতুন মানুষের সঙ্গে সময় নিয়ে সম্পর্ক গড়ে তোলা কঠিন হয়ে যায়।

২. কেমন মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা ভালো?

যিনি মন খুলে কথা বলেন, আপনার কথা মন দিয়ে শোনেন এবং আপনাকে অযথা বিচার করেন না, তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সহজ হতে পারে।

৩. বন্ধুর পজিটিভ মানসিকতা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ইতিবাচক বন্ধু মন ভালো রাখতে, নিজের পছন্দের কাজ করতে এবং কঠিন সময়ে আত্মবিশ্বাস ধরে রাখতে উৎসাহ দিতে পারেন।

৪. বন্ধুত্বে সম্মান কতটা জরুরি?

খুবই জরুরি। দু'জনের মতামত, অনুভূতি ও ব্যক্তিগত সীমারেখার প্রতি সম্মান থাকলেই বন্ধুত্ব সুস্থভাবে টিকে থাকে।

৫. শুধু একজন চেষ্টা করলেই কি বন্ধুত্ব টিকে যায়?

না। বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখতে দু'জনেরই যোগাযোগ, সময় দেওয়া এবং সম্পর্কের প্রতি যত্নশীল থাকা প্রয়োজন।

যমুনা জল চুক্তির পর কিশাউ প্রকল্প, শেখাওয়াটিতে জল নিরাপত্তা আরও জোরদারের উদ্যোগ

জয়পুর, ১৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): উত্তর ভারতের দীর্ঘদিনের জল প্রকল্পগুলিকে গতি দেওয়ার লক্ষ্যে কিশাউ বহুমুখী প্রকল্প নিয়ে মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে ছয়টি অংশগ্রহণকারী রাজ্যের মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে রাজস্থান, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানার প্রতিনিধিরা এই চুক্তিতে সম্মত হন।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা অন্যান্য অংশগ্রহণকারী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি. আর. পাটিলের উপস্থিতিতে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। কিশাউ প্রকল্পটি রাজস্থানের জলসংকটপূর্ণ শেখাওয়াটি অঞ্চলের, বিশেষ করে সিকার, চুরু ও ঝুনঝুনুর জল চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশের সীমানা বরাবর যমুনার প্রধান শাখা নদী টন্সের উপর প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৬০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি রাজস্থান, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানা উপকৃত হবে।

সংশোধিত ব্যবস্থায় হিমাচল প্রদেশের বরাদ্দকৃত জলের একটি অংশ রাজস্থান ও দিল্লির জন্য উপলব্ধ করা হবে। এর বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি হিমাচল প্রদেশের বিদ্যুৎ অংশের ব্যয়ের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে। জল প্রকল্পের ৯০ শতাংশ ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার সহায়তা হিসেবে বহন করবে এবং বাকি ১০ শতাংশ অংশগ্রহণকারী রাজ্যগুলি বহন করবে। ভারত সরকার কিশাউ বাঁধ প্রকল্পকে জাতীয় প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

প্রকল্পটির নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে কিশাউ কর্পোরেশন লিমিটেডের উপর। আপার যমুনা অববাহিকার জন্য নির্ধারিত কাঠামোর মাধ্যমে প্রকল্পটির নজরদারি করা হবে।

কিশাউ বাঁধ থেকে রাজস্থানের জন্য বরাদ্দ ১২৪ মিলিয়ন ঘনমিটার (এমসিএম) জল হরিয়ানার হানসি-ভুটানা ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনটি ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন দিয়ে চুরু পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে সিকার, চুরু, ঝুনঝুনু এবং আশপাশের এলাকার পানীয় জল ও অন্যান্য জলের চাহিদা মেটাতে সহায়তা করবে।

প্রকল্পটি শেখাওয়াটি অঞ্চলের দীর্ঘমেয়াদি জল নিরাপত্তায় বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে। নিয়মিত ও পর্যাপ্ত জল সরবরাহের ফলে পানীয় জলের পাশাপাশি সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হবে এবং সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

যমুনা জল চুক্তির আওতায় সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি রাজস্থানে ভূগর্ভস্থ পাইপলাইনের মাধ্যমে জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য যৌথ বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরিতে সম্মত হয়েছে। সিকার, চুরু, ঝুনঝুনু-সহ অন্যান্য এলাকার পানীয় জলের চাহিদা মেটানোই এর অন্যতম লক্ষ্য। সংশোধিত কিশাউ সোাক্ষ্যআরওখ্যাক এই জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে।

নতুন ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট জলের ৯৫ শতাংশ দিল্লি ও রাজস্থানের জন্য উপলব্ধ থাকবে এবং হিমাচল প্রদেশ স্থানীয় ব্যবহারের জন্য ৫ শতাংশ জল ধরে রাখবে। ৯৫ শতাংশের মধ্যে দিল্লি ও রাজস্থানের ভাগের অনুপাত হবে ৭৫:২৫।

রাজস্থান সরকারের মতে, এই চুক্তি রাজ্যের জলস্বল্প অঞ্চলগুলির জল চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করবে। শেখাওয়াটির সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কিশাউ প্রকল্পকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দেখা হচ্ছে।

জল নিরাপত্তার পাশাপাশি শেখাওয়াটিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা, পর্যটন, ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং বিমান যোগাযোগ উন্নয়নের উপরও গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। যমুনা জল চুক্তি, ঐতিহাসিক হাভেলি ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, এক্সপ্রেসওয়ে ও মহাসড়ক প্রকল্প এবং সিকার ও ঝুনঝুনুতে প্রস্তাবিত বিমান যোগাযোগএই উদ্যোগগুলি সম্মিলিতভাবে আঞ্চলিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উন্নত জল সরবরাহের সঙ্গে সড়ক ও বিমান যোগাযোগ, পর্যটন এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণের বিকাশ হলে কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধির নতুন সুযোগ তৈরি হবে। এর ফলে শেখাওয়াটির যুবসমাজ নিজেদের এলাকাতেই আরও বেশি কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের সুযোগ পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাজস্থান সরকার রাজ্যের সর্বত্র পানীয় ও সেচের জল নিশ্চিত করতে রামজল সেতু লিঙ্ক প্রকল্প-সহ একাধিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। ১৯৯৪ সালে পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে স্বাক্ষরিত যমুনা জল চুক্তি অনুযায়ী বর্ষাকালে তাজেওয়ালা হেড থেকে রাজস্থানের জন্য ১,৯১৭ কিউসেক বা ৫৭৭ এমসিএম জল বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় জল পরিবহণ পরিকাঠামো না থাকায় গত ৩২ বছর ধরে রাজস্থান তার বরাদ্দের জল পায়নি।

কিশাউ প্রকল্প এবং এর সঙ্গে যুক্ত জল পরিকাঠামো রাজস্থানের বরাদ্দকৃত জল ব্যবহারের প্রচেষ্টায় নতুন গতি আনবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের বক্তব্য, এই প্রকল্পগুলির সমন্বিত বাস্তবায়ন শেখাওয়াটি-সহ রাজস্থানের অন্যান্য জলস্বল্প অঞ্চলে জল নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন ও মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করবে।

সন্ধান চাই

(সোহা- খোয়াই থানার U/D Case. No. 29/2026 Dated-13/09/2026 U/S- 194 of BNSS.

বিগত ১৩/০৯/২০২৬ ইং তারিখে সকালবেলা খোয়াই থানার অন্তর্গত খোয়াইএর দুর্গানগর থেকে লালছড়া যাওয়ার মেইন রাস্তায় এক জন অপরিচিত পুরুষ লোককে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মৃত ব্যক্তির বয়স (৭০) বছর বলে অনুমান করা যায়। মৃত ব্যক্তির পড়নে একটি গামছা ছিল। মৃত ব্যক্তির গায়ের রঙ কালো, উচ্চতা অনুমান ৫ ফুট।

উক্ত মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নে লিখিত টেলিফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

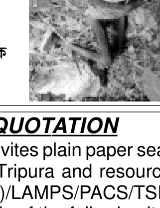

যোগাযোগের ঠিকানা
(১) খোয়াই ডি-আই-বি কন্ট্রোল
(০৩৮২৫-২২২০৮১)
২) খোয়াই থানা
(০৩৮২৫২২২২২৫)

ইতি
স্বাক্ষর-
খোয়াই জেলা পুলিশ আধিকারিক
খোয়াই - ত্রিপুরা

ICA/D-984/26

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

On behalf of the Governor,the undersigned invites plain paper sealed "Quotation(s)" from the bonafide citizen of Tripura and resourceful person(s)/Register Dealer(s)/Co-operative(s)/LAMPS/PACS/TSICL/ MARKFED/ and Govt.Dealer(s) for the supply of the following items like Laptop/Desktop/Printer/AC/Inverter/Chair/Projector etc for official use purpose at Office of the Deputy Director of Agriculture, Khowai District, Tripura and Office of the S.A., Tulashikhar of Khowai District. The Quotation must be dropped in the Tender Box available in the office of the undersigned from 17.09.2026 10:00AM - 18.09.2026 upto 2:00PM & dropped documents will be opened on the same day at 3:30 PM,if possible. The bidders are requested to remain present at the time of opening of Tender box. For details please visit: O/o the DDA, Khowai.
Date: 14.09.2026

ICA/C-1953/26

(J.Debbarma)
Dy. Director of Agriculture
Khowai District Tripura

MEMORANDUM

In pursuance to the RFP vide No.F.13 (108)-RD/TRLM/2022/8393 dated 05.08.2026 for "Hiring a State Technical Support Agency (STSA) for DDU-GKY projects-TRLM" the last date for submission of Bid is hereby extended up to 24.09.2026 till 12:00 PM (Thursday).
All other terms and conditions of the RFP shall remain unchanged.

ICA/C-1945/26

Chief Executive Officer
Tripura Rural Livelihood Mission

ADMISSION NOTIFICATION FOR POST-GRADUATE COURSES-2026-2027 (English and Bengali)

In pursuance of the notification issued by the Directorate of Higher Education, Government of Tripura vide No. F2(11-25)-DHE/UDCA/2022/2353, dated Agartala, the 24.08.2023, Iswar Chandra Vidyasagar College, Belonia, South District, Tripura, is inviting applications from eligible candidates for admission to the Post-Graduate Courses in the subjects of (a) Bengali (20 Seats) and (b) English (20 Seats) for the academic session 2026-2027 at ICV College.Interested candidates seeking admission can download the application form from the college website- https://icvcollege.edu.in or collect the same from the Academic Section of the College and submit the duly filled-in hard copy of the application form to the Office of the Principal w.e.f. 19th September, 2026 to 22nd September, 2026.

The Merit List will be published on 23rd September, 2026, and the admission process will be completed by 28th September, 2026.

The admission of students in both subjects will be made on the basis of merit and in accordance with the reservation policy of the Government of Tripura.

Applicants should submit photocopies of the following self-attested documents along with the duly filled-in application form:

1. Age Proof Certificate.
2. Marksheet of Madhyamik or Equivalent Examination.
3. Marksheet of Higher Secondary or Equivalent Examination.
4. Pass marksheets of all semesters of the U.G. Programme Examination.
5. SC/ST/PWD Certificate, issued by the competent authority.
6. Aadhaar Card.
7. Two (2) recent passport-size photographs.

N.B.: For any further details or clarification, candidates may contact the Academic Section of the College.

ICA/D-977/26

(Dr. Monoranjan Das) Principal
Iswar Chandra Vidyasagar College
Belonia, South District, Tripura

PNIeT-13/E.E/Div-IV/AMC/26-27 Date:11/09/2026
Online single bid percentage rate e-tender are invited for the following works:

Sl No.	Name of the Work ID	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at application	Class of Bidder
1	DNIe-T No:36/Div-IV/AMC/2025-26 Tender ID-2026_SAMC_76832_1	Rs. 7,56,039	Rs. 15,121	120(One hundred twenty) Days	17/09/2026 Time 15.00 Hrs	17/09/2026 Tie 16.00 Hrs (If Possible)	https://tripuratenders. gov.in	Enlisted Contractor/ Appropriate Clas
2	DNIe-T No:19/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_76834_1	Rs. 5,09,011	Rs. 10,180	60(Sixty) Days				
3	DNIe-T No:38/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_76839_1	Rs. 1,24,19,569	Rs. 2,48,391	90(Ninety) Days				
4	DNIe-T No:39/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_76840_1	Rs. 1,07,51,100	Rs. 2,15,022	90(Ninety) Days				
5	DNIe-T No:40/Div-IV/AMC/2026-27 Tender ID-2026_SAMC_76844_1	Rs. 23,16,694	Rs. 38,155	60(Sixty) Days				

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W.Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour.

NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e- procurement website, by the eligible bidders.

Executive Engineer
P. W. Division No-IV
Agartala Municipal Corporation

পাটনায় বিপিএসসি ও বিপিএসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, অনিয়মের অভিযোগে পরীক্ষা বাতিলের দাবি

পাটনা, ১৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ৭০তম বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশন (বিপিএসসি) কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ পরীক্ষা এবং ১,৭৯৯টি পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগের জন্য বিহার পুলিশ সাবঅর্ডিনেট সার্ভিসেস কমিশন (বিপিএসএসসি)-এর মেইন পরীক্ষা বাতিল করে ফের পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে মঙ্গলবার পাটনায় ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালেন বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী।

বিক্ষোভকারীরা জেপি গোলাম্বারের কাছে জড়ো হয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। হাতে ব্যানার ও পোস্টার নিয়ে তাঁরা দুই পরীক্ষায় ওঠা অনিয়মের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। একটি পোস্টারে লেখা ছিল, 'পরীক্ষায় কারচুপি বরদাস্ত করা হবে না, আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়েও ছিনিমিনি চলবে না।'

পরীক্ষার্থীদের বক্তব্য, তদন্তে যদি কোনও ধরনের অনিয়ম বা কারচুপি প্রমাণিত হয়, তাহলে দুই পরীক্ষাই বাতিল করে সব পরীক্ষার্থীর জন্য নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া উচিত।

মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ও রাজভবনের দিকে মিছিল করে যাওয়ার চেষ্টা করলে জেপি গোলাম্বারের কাছে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে তাঁদের আটকে দেয়। তবে বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ ও পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। কয়েকজন পরীক্ষার্থীকে ব্যারিকেডের ওপর দিয়ে উঠে এগিয়ে যেতে এবং স্লোগান দিতে দেখা যায়।

বিক্ষোভকারীদের আরও এগিয়ে যাওয়া ঠেকাতে গান্ধী ময়দান এলাকায় ২০০-র বেশি পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। ডকবাংলো ক্রসিংয়েও নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং ব্যারিকেড দিয়ে ওই পথে চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।

১,৭৯৯টি পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগের জন্য বিপিএসএসসি ২০২৬ সালের মে মাসে মেইন লিখিত পরীক্ষা নেয়। প্রায় ৩৫,৮৫৭ জন পরীক্ষার্থী ওই পরীক্ষায় অংশ নেন।

পরীক্ষার পর কয়েকটি কেন্দ্রে অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ ওঠে। ২৭ মে পূর্ণিয়ার গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুলে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর প্রশ্নপত্রের একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করেও প্রশ্ন ওঠে।

পুলিশি তদন্তে ওই স্কুলের শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় কুমারকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের দাবি, পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর তিনি প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে এক আত্মীয়কে পাঠিয়েছিলেন।

এরপর তদন্তভার নেয় অর্থনৈতিক অপরাধ দমন শাখা। তদন্তকারী সংস্থা প্রশ্নপত্র ও বুকলেটের ছবি সংগ্রহ করেছে এবং ছবিগুলির সত্যতা ও সেগুলির উৎস সম্পর্কে বিপিএসএসসি-এর কাছে জবাব চেয়েছে।

বিক্ষোভকারী পরীক্ষার্থীদের দাবি, পরীক্ষার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে ওঠা প্রশ্নের নিরপেক্ষ তদন্ত করা জরুরি। তাঁরা ন্যায়সঙ্গত তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা সামনে আনা এবং অনিয়ম প্রমাণিত হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। ৭০তম বিপিএসসি কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ পরীক্ষা এবং ১, ৭৯৯টি সাব-ইন্সপেক্টর পদে বিপিএসএসসি মেইন পরীক্ষা বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে পাটনায় পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে।

ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নতুন স্টার্টআপের ঢেউ উঠছে: রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): প্রতিরক্ষা, সাইবার নিরাপত্তা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে উৎসাহ দেওয়ার জোরালো আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁর মতে, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানো ভারতের কৌশলগত অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে এবং বিশ্বশক্তিগুলির তুলনায় দেশকে কৌশলগত সুবিধা এনে দেবে।

রাজধানীতে 'বার্তা সে বিকাশ' থিমে আয়োজিত ডিআরডিও-ইন্ডাস্ট্রি সিনার্জি মিট ভিমার্শ ২০২৬-বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার হল প্রযুক্তি। এটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের পাশাপাশি ভারতকে আত্মনির্ভর করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ভারতে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নতুন স্টার্টআপের ঢেউ তৈরি হচ্ছে। ড্রোন প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং সাইবার নিরাপত্তার মতো ক্ষেত্রে এই স্টার্টআপগুলি আধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন দিশা দিচ্ছে। তাঁর কথায়, আজকের উদ্ভাবনই আগামী দিনের সামরিক সক্ষমতা।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সময়ে যে দেশ প্রযুক্তির নেতৃত্ব দেবে, ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রে সেই দেশই কৌশলগত সুবিধা পাবে। তাই দেশ ও দেশের যুবসমাজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার মানসিকতা গড়ে তোলার উপর জোর দেন তিনি।

রাজনাথ সিং বলেন, ভারতের স্টার্টআপ এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলি (এমএসএমই) উদ্ভাবনের নতুন পতাকাবাহক হয়ে উঠেছে। ডিপ-টেক থেকে ভবিষ্যৎমুখী প্রযুক্তিবিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সংস্থাগুলি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার নতুন অধ্যায় তৈরি করছে। গবেষণা থেকে উৎপাদন পর্যন্ত আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তুলতে স্টার্টআপ ও এমএসএমই-গুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ ও আত্মনির্ভরতা অর্জনের জন্য প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (ডিআরডিও), শিল্পক্ষেত্র এবং সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে আরও বেশি সমন্বয় ও সহযোগিতার আহ্বান জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

রাজনাথ সিং বলেন, 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্য অর্জনে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ডিআরডিও-র প্রযুক্তি, শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদন সক্ষমতা, স্টার্টআপগুলির উদ্ভাবন এবং যুবসমাজের আকাঙ্ক্ষা একই লক্ষ্যে একত্রিত হলে ভারতের সামরিক সক্ষমতা নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।

তিনি এই সমন্বিত শক্তিকেই 'নতুন ভারতের সম্মিলিত শক্তি' হিসেবে উল্লেখ করেন।

জয়ের আনন্দের মধ্যেই শোক, বুকে ব্যথার পর নবনির্বাচিত নির্দল কাউন্সিলর আব্রার খানের মৃত্যু

জয়পুর, ১৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): রাজস্থানের মারওয়ার জংশন পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত নির্দল কাউন্সিলর আব্রার খান মেভ (৫৮) মঙ্গলবার আচমকা অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন। বুকে ব্যথার অভিযোগের পর তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়। তাঁকে চিকিৎসার জন্য পালির ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।

আব্রার খানের আকস্মিক মৃত্যুতে মারওয়ার জংশনজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মঙ্গলবার সকালে তাঁর বাড়িতে নির্বাচনে জয়ের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাতে বহু মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। সকাল প্রায় ৮টা নাগাদ চা খাওয়ার সময় হঠাৎ বুকে ব্যথার কথা জানান তিনি। এরপর দ্রুত তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে।

পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি তাঁকে মারওয়ার জংশনের সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকেরা প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকেরা তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পালিতে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

এরপর পরিবারের সদস্য ও অন্যরা তাঁকে পালির ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও প্রায় সকাল ৯টা নাগাদ পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।

মারওয়ার জংশন পুরসভায় মোট ২৫টি ওয়ার্ড রয়েছে। সোমবার ঘোষিত নির্বাচনের ফল অনুযায়ী, বিজেপি ও কংগ্রেস উভয়েই ১১টি করে ওয়ার্ডে জয় পেয়েছে। অন্যদিকে নির্দল প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন তিনটি ওয়ার্ডে। ফলে কোনও দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি এবং পুরবোর্ড গঠনে নির্দল কাউন্সিলরদের সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

আব্রার খান মেভের মৃত্যুর ফলে এখন পুরবোর্ড গঠনের রাজনৈতিক সমীকরণেও পরিবর্তন এসেছে। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু নির্বাচনে জয়ের আনন্দে থাকা পরিবার, সমর্থক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে বড় ধাক্কা হয়ে এসেছে।

মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই মারওয়ার জংশনে শোকের পরিবেশ তৈরি হয়। তাঁর বাড়িতে সমর্থক, পরিচিতজন এবং স্থানীয় বাসিন্দারা পৌঁছে পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান। পালির ট্রমা সেন্টারেও পরিবারের সদস্যদের কান্নায় পরিস্থিতি ভারী হয়ে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দা ও জনপ্রতিনিধিরা তাঁর অকালমৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে প্রয়াতের আত্মার শান্তি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের এই কঠিন সময়ে শক্তি দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন।

নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর নিহত সহযোগীর মা

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম এবং মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে আসন্ন উপনির্বাচনের জন্য মঙ্গলবার প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল বিজেপি। নন্দীগ্রামে দলের প্রার্থী করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নিহত ব্যক্তিগত সহকারী চন্দ্রনাথ রথের মা হাসিরানি রথকে। রেজিনগরে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন সখারভ সরকার।

চন্দ্রনাথ রথকে চলতি বছরের ৬ মে সন্ধ্যায় উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের মাত্র দু'দিন পর এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। ওই নির্বাচনে বিজেপি বড় জয় পেয়েছিল।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে নন্দীগ্রামের জানকীনাথ মন্দিরে পুজো দেবেন হাসিরানি রথ। ইতিমধ্যেই তাঁর মনোনয়ন জমা দেওয়ার কর্মসূচিতে যোগ দিতে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা জড়ো হতে শুরু করেছেন।

পুজোর পর প্রায় ২০ হাজার কর্মী-সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে মিছিল করে হলদিয়ায় জেলা শাসকের দফতরে যাবেন হাসিরানি রথ। সেখানেই তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রীও উপস্থিত থাকবেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৬ সেপ্টেম্বর। ভোটগ্রহণ হবে ৬ অক্টোবর এবং ফল ঘোষণা করা হবে ৯ অক্টোবর।

চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম এবং দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরদুই কেন্দ্র থেকেই জয়ী হয়েছিলেন। ভবানীপুরে তিনি তাঁর পূর্বসূরি তথা প্রাক্তন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৫ হাজারেরও বেশি ভোটে পরাজিত করেন। পরে ভবানীপুর আসনটি তিনি ধরে রাখায় নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয়।

অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদের নওদা ও রেজিনগরদুই কেন্দ্র থেকেই প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক হুমায়ুন কবীর আম জনতা উন্নয়ন পার্টির (এজেইউপি) প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। নওদা আসনটি তিনি ধরে রাখলেও রেজিনগরের উপনির্বাচনে তাঁর ছেলে গোলাম নবী আজাদকে প্রার্থী করেছেন।

২০২১ সাল থেকে শুভেন্দু অধিকারীর কারণে নন্দীগ্রাম বিজেপির কার্যত দুর্গে পরিণত হয়েছে। ফলে সেখানে উপনির্বাচনের ফল নিয়ে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মধ্যে বিশেষ সংশয় নেই। তবে রেজিনগরের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার বিন্যাসের কারণে বিজেপির জন্য লড়াই কঠিন হতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা।

এক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের মতে, বর্তমানে তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত তৃণমূল কংগ্রেসেরও রেজিনগরে এবার বিশেষ সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা কম। বরং সিপিআই(এম) এবং কংগ্রেস এই উপনির্বাচনকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নিজেদের একটি করে আসন বাড়ানোর সুযোগ হিসেবে দেখতে পারে। রেজিনগরের ফল আগামী দিনে রাজ্যের সংখ্যালঘু ভোট কোন দিকে যেতে পারে, তারও কিছুটা ইঙ্গিত দিতে পারে।

একের পর এক চুরি কাণ্ডে সাফল্য, তিন সদস্যের চোরের গ্যাং গ্রেফতার আমতলী থানার পুলিশের

আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: রাতকালীন টহলদারির সময় সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে বড়সড় সাফল্য পেল আমতলী থানার পুলিশ। গোপন খবরের ভিত্তিতে আমতলী বাইপাস সংলগ্ন এলাকা থেকে শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন চুরি কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে তিন সদস্যের একটি চোরের গ্যাংকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম রবিউল মিয়া, শামিম মিয়া এবং টিংকু সরকার।আমতলী থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি জানান, রাতকালীন পেট্রোলিংয়ের সময় পুলিশ বিভিন্ন সন্দেহজনক ব্যক্তিদের গতিবিধির উপর নজর রাখে। সেই সূত্রেই এই তিনজনের গ্যাং সম্পর্কে গোপন তথ্য পাওয়া যায়। এরপর আমতলী বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।পুলিশের দাবি, ধৃতরা আগরতলা শহর ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় বাড়িঘর এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা যানবাহনে চুরির ঘটনায় জড়িত। তাদের বিরুদ্ধে আগেও শহরের বিভিন্ন থানায় সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধের মামলা রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।পুলিশের আরও অভিযোগ, ধৃতদের কাছ থেকে বাড়ির তালা ও দরজা ভাঙার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং গাড়ির ব্যাটারি চুরির সঙ্গে সম্পর্কিত সামগ্রী ব্যবহারের তথ্য পাওয়া গেছে। বিভিন্ন বাড়িতে চুরি করার পাশাপাশি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি থেকে ব্যাটারি চুরির সঙ্গেও তারা যুক্ত ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে।ওসি রানা চ্যাটার্জি জানান, এই তিনজনের সঙ্গে আরও কয়েকজন সহযোগী রয়েছে বলে পুলিশের কাছে তথ্য এসেছে। তারা বিভিন্ন এলাকায় চুরির পরিকল্পনা করছিল বলেও প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ইতিমধ্যেই তাদের সহযোগীদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই তাদেরও আটক করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ধৃত তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আগরতলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সংঘটিত আরও চুরি কাণ্ডের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র এবং গ্যাংয়ের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করবে পুলিশ।

বিশালগড়ে বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৫ সেপ্টেম্বর: বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ে বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের ডা. মিঠুন দাস মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তার উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন। পাশাপাশি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, মানসিক চাপ, হতাশা ও অন্যান্য সমস্যার লক্ষণ সময় মতো চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনে বন্ধু বা স্বাস্থ্যকর্মীর সাহায্য নেওয়ার পরামর্শ দেন। উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কেসচেতনতা বৃদ্ধিএবং একে অপরের পাশে দাঁড়ানো, সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান করা হয়।

সাংবাদিকদের নিরাপত্তা, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও প্রেস স্টিকারের অপব্যবহার বন্ধের দাবিতে এসপির কাছে ডেপুটেশন

কৈলাসহর, ১৫ সেপ্টেম্বর: সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ঊনকোটি জেলায় মাদক ও অবৈধ বার্মিজ সিগারেটের প্রবেশ রোধে নজরদারি বাড়ানো এবং বিভিন্ন যানবাহনে প্রেস স্টিকারের অপব্যবহার বন্ধের দাবিতে মঙ্গলবার ঊনকোটি জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করলেন জেলার কর্মরত সাংবাদিকরা।

ডেপুটেশনে মূলত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়।

প্রথমেই সাংবাদিকদের হুমকির বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সাংবাদিকদের অভিযোগ, সম্প্রতি একটি নেশাজাতীয় সামগ্রী আটকের ঘটনা নিয়ে সংবাদ পরিবেশনের পর ঊনকোটি জেলার সাংবাদিক বিকাশ কাপালি ও নাজমুল হোসেনকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই ঘটনায় গত ২৯ আগস্ট ফটিকরায় থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তবে অভিযোগ, এফআইআর দায়েরের পর এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ তাঁদের নজরে আসেনি। দ্রুত তদন্ত করে হুমকিদাতাদের শনাক্ত করার পাশাপাশি তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

ডেপুটেশনের দ্বিতীয় দাবিতে ঊনকোটি জেলায় মাদক ও অবৈধ বার্মিজ সিগারেটের প্রবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন সাংবাদিকরা। তাঁদের বক্তব্য, বিভিন্ন পথে নিয়মিতভাবে নেশাজাতীয় সামগ্রী ও অবৈধ বার্মিজ সিগারেট জেলায় প্রবেশ করায় এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে যুবসমাজের উপর। এই অবৈধ কারবার রুখতে সীমান্তবর্তী এলাকা ও গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথগুলিতে পুলিশের নজরদারি আরও জোরদার করার দাবি জানানো হয়।

তৃতীয় দাবিতে বিভিন্ন যানবাহনে প্রেস স্টিকারের অপব্যবহারের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। সাংবাদিকদের অভিযোগ, কিছু ব্যক্তি সাংবাদিকতার পরিচয় ব্যবহার করে গাড়িতে প্রেস স্টিকার লাগিয়ে অনৈতিক বা বেআইনি কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন। এ ধরনের ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি প্রকৃত সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের পরিচয় যাতে কোনোভাবেই অপব্যবহৃত না হয়, তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে বলা হয়, সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে কর্মরত সাংবাদিকদের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংবাদিকদের হুমকি দেওয়া কিংবা সংবাদমাধ্যমের পরিচয় ব্যবহার করে বেআইনি কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়া কোনোভাবেই বরদাস্ত করা উচিত নয়। একইসঙ্গে মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করে যুবসমাজকে নেশার কবল থেকে রক্ষা করার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এদিনের ডেপুটেশনে সাংবাদিক বিকাশ কাপালি, নাজমুল হোসেন, উত্তম দেব, প্রীয়তোষ দাস, শুভঙ্কর দাস-সহ ঊনকোটি জেলার অন্যান্য কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

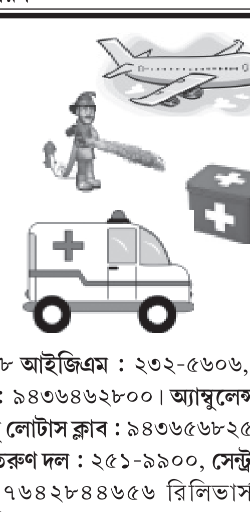

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আগরতলায় মহিলাদের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: মহিলাদের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এর ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে আগরতলায় বিশেষ সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেনের সহযোগিতায় এবং ত্রিপুরা স্টেট কমিশন ফর উইমেনের উদ্যোগে আগরতলার একটি বেসরকারি হোটেলে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্টেট কমিশন ফর উইমেনের চেয়ারপার্সন জমা দেববর্মা-সহ কমিশনের অন্যান্য আধিকারিক ও প্রতিনিধিরা। কর্মসূচিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন থেকে আগত মহিলা ও ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। বেবীনা স্কুলের ছাত্রী, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন (টিআরএলএম)-সহ বিভিন্ন ব্লক থেকে আসা মহিলারাও প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এআই প্রযুক্তির ব্যবহারিক দিক নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হয়। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, প্রশাসনিক কাজ থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো যায়, সে বিষয়ে সচেতন করা হয় তাঁদের।

বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মহিলাদের প্রযুক্তিগতভাবে আরও দক্ষ করে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এআই প্রযুক্তির বিভিন্ন সুযোগ ও সম্ভাবনার পাশাপাশি এর নিরাপদ ও সচেতন ব্যবহারের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়। প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করা হয়।

আয়োজকদের মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে মহিলাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা গেলে শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে তাঁদের সুযোগ আরও প্রসারিত হবে। একইসঙ্গে ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রেও এই ধরনের প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী ছাত্রী ও মহিলাদের মধ্যেও এআই প্রযুক্তি সম্পর্কে জানার বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

৪২তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ত্রিপুরায় মহিলা কংগ্রেসের কর্মসূচি

আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: মঙ্গলবার সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও উদযাপিত হলো মহিলা কংগ্রেসের ৪২তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এ উপলক্ষে আগরতলার কংগ্রেস ভবনে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে মহিলা কংগ্রেসের পতাকা উত্তোলন করেন প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ ভট্টাচার্য। পরে উপস্থিত কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। উল্লেখ্য, কংগ্রেসের মহিলা সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে ‘উইমেন্স উইং’ হিসেবে কাজ করে আসছিল। ১৯৫২ সাল থেকেই সংগঠনটি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে অল ইন্ডিয়া মহিলা কংগ্রেসকে পৃথক সাংগঠনিক মর্যাদা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

১৯৮৩ সালের ২১ অক্টোবর বোম্বের শানমুখানন্দ হলে কংগ্রেসের মহিলা প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে সংগঠনটিকে পৃথক সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় আনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর ১৯৮৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুতে কংগ্রেসের জাতীয় সম্মেলনে অল ইন্ডিয়া মহিলা কংগ্রেস পূর্ণাঙ্গ ফ্রন্ট সংগঠন হিসেবে আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ করে। সংগঠনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বের কথাও কংগ্রেসের সরকারি ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।

অল ইন্ডিয়া মহিলা কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বেগম আবিদা আহমেদ। বর্তমানে জাতীয় সভানেত্রী আলকা লাম্বার নেতৃত্বে সংগঠনটি বিভিন্ন সাংগঠনিক ও সামাজিক কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচিতে মহিলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও কর্মীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা ও অধিকার নিয়ে আগামী দিনেও কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন নেতৃত্ব।

মিত্তলের বিরুদ্ধে

● **প্রথম পাতার পর** এদিকে, ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশন এবং কমিশনের তদন্ত শাখাকে নোটিশ জারির নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। সরকারের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী কোহিনুর এন. ভট্টাচার্য নোটিশ গ্রহণ করেন। আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই পর্যায়ে করা সমস্ত পর্যবেক্ষণই প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ। মামলাটির চূড়ান্ত বিচার এখনও হয়নি। আগামী ১৮ নভেম্বর ২০২৬ মামলাটির পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। ততদিন পর্যন্ত ১৪ আগস্ট মানবাধিকার কমিশনের জারি করা আদেশের পরবর্তী কার্যক্রম হাইকোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশ অনুযায়ী স্থগিত থাকবে।

আনন্দবাজারের ওয়াই বি এ-কে ঘিরে

● **আটের পাতার পর** উঠতে পারে। পাশাপাশি, এই ঘটনায় আনন্দবাজার এলাকার ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলেও দাবি করা হয়েছে। এদিকে, আরও একটি সামাজিক মাধ্যমের পোস্টে অজিনাথকে উদ্দেশ্য করে কথোপকথনের স্ক্রিনশট প্রকাশ করা হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে এ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের দাবি ও মন্তব্য সামনে আসতে শুরু করেছে।

তবে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই স্ক্রিনশটগুলির সত্যতা, কথোপকথনের প্রেক্ষাপট এবং সংশ্লিষ্ট অভিযোগগুলির বাস্তবতা এখনও স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। ফলে শুধুমাত্র সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত পোস্ট বা স্ক্রিনশটের ভিত্তিতে অভিযোগগুলিকে নিশ্চিত ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা যাচ্ছে না।

ঘটনার প্রকৃত সত্য উদঘাটনে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহলে। অভিযোগের বিষয়ে ওয়াই বি এ কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য পাওয়া গেলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

বিরামপুর সীমান্তে যৌথ অভিযানে

● **আটের পাতার পর** জানা গেছে। দিকে, যৌথ বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে উঁচুটিলার দিকে অবস্থানরত কয়েকজন সন্দেহভাজন পাচারকারী দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ফলে তাদের কাউকেই আটক বা গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। পরে উদ্ধার হওয়া গাঁজা যাত্রাপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

যাত্রাপুর থানার ওসি পার্থনাথ ভৌমিক জানান, উদ্ধার হওয়া গাঁজার মূল মালিক কে এবং এর সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু হয়েছে। সীমান্ত দিয়ে মাদক পাচার রুখতে বিএসএফের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আগামী দিনেও এ ধরনের যৌথ অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচারের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। পাহাড়ি এলাকার উর্বর লাল মাটিতে উৎপাদিত গাঁজার বহিরাজ্যে চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে একটি চক্র পাচার চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। নিরাপত্তা বাহিনীর নজরদারি সত্ত্বেও পাচারকারীরা বিভিন্ন কৌশলে সীমান্ত দিয়ে মাদক পাচারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক এই অভিযানে ৬৩ কেজি গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচার নিয়ে ফের উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

কৈলাসহরের পানি চৌকি বাজারে গণেশ পূজার মণ্ডপের দ্বারোদ্ঘাটন, বর্ণাঢ্য র‍্যালি

কৈলাসহর, ১৫ সেপ্টেম্বর: পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী কৈলাশহরের পানি চৌকি বাজারে শ্রী শ্রী গণেশ পূজার মণ্ডপের শুভ দ্বারোদ্ঘাটন, বর্ণাঢ্য র্যালি এবং জল ভরণের আয়োজন করা হয়। সোমবার রাতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী টিংকু রায়, কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, ভাইস চেয়ারম্যান নীতীশ দে, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, পূজা কমিটির সভাপতি দোলন দে, সদস্য অসীম পালসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

এবারের আয়োজনটি এই ঐতিহ্যবাহী গণেশ পূজার দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করেছে। পূজাকে কেন্দ্র করে সুসজ্জিত র্যালি ও ট্যাবলোর আয়োজন করা হয়। র্যালিটি বিভিন্ন সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মনু নদীর তীরে পৌঁছায়। সেখানে ধর্মীয় রীতি মেনে জল সংগ্রহের পর র্যালিটি পুনরায় পূজামণ্ডপে ফিরে আসে।

পূজাকে ঘিরে আয়োজকদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়। ঐতিহ্য ও ধর্মীয় ভাবাবেগকে সামনে রেখে আগামী দিনগুলিতেও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গণেশ পূজা উদযাপন করা হবে বলে উদ্যোক্তারা জানান।

ইন্ডিয়া স্কিলস কম্পিটিশনকে সামনে রেখে আগরতলায় স্টেকহোল্ডার বৈঠক

আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: আসন্ন ইন্ডিয়া স্কিলস কম্পিটিশনকে সামনে রেখে ত্রিপুরায় স্টেট ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শমূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার আগরতলার স্টেট গেস্ট হাউসের কনফারেন্স হলে দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে এই স্টেকহোল্ডার কনসালটেটিভ মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়।

বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইন্ডিয়া স্কিলস কম্পিটিশন সংক্রান্ত স্টেট ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় রাজ্যের তরুণদের অংশগ্রহণ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মতামত গ্রহণ করা হয়।

বৈঠকে দক্ষতা উন্নয়নের বিভিন্ন দিক, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতি এবং রাজ্যের যুবসমাজকে জাতীয় স্তরের দক্ষতা প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করার বিষয়গুলিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পরামর্শ ও মতামতের ভিত্তিতে রাজ্যের দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনাকে আরও কার্যকর করার বিষয়েও আলোচনা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা প্রদীপ কে., দপ্তরের উপ-অধিকর্তা মুনমুন দেববর্মা-সহ অন্যান্য আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা।

বৈঠকের মাধ্যমে ইন্ডিয়া স্কিলস কম্পিটিশনে ত্রিপুরার তরুণদের আরও বেশি করে যুক্ত করা এবং তাঁদের দক্ষতাকে জাতীয় স্তরে তুলে ধরার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বটতলা পার্কে

● **প্রথম পাতার পর** তৈরি করা হয়েছে এই পার্ক। পার্কের আশপাশে পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে মাছের অবশিষ্টাংশ, মাছের পেটি এবং বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা। দীর্ঘ সময় বর্জ্য পড়ে থাকায় গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে দুর্গন্ধ।

অভিযোগ, পার্কের ভিতরেও বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে আবর্জনা এবং মদের খালি বোতল। সন্ধ্যার পর সেখানে নেশার আসর বসার অভিযোগও উঠেছে। এর ফলে পরিবার নিয়ে পার্কে আসা সাধারণ মানুষের মধ্যে অস্বস্তি ও নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হচ্ছে।

পার্কের সামনের রাস্তা ও মাছ বাজারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ, পুর নিগমের আবর্জনা সংগ্রহের গাড়ি এলাকায় থাকলেও তার আশপাশেই রাস্তা ও পার্কের দেওয়াল ঘেঁষে মাছ বাজারের বর্জ্য ফেলে রাখা হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে পুলিশ, আগরতলা পুর নিগম এবং স্মার্ট সিটি কর্তৃপক্ষের নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে পার্ক তৈরি করলেই দায়িত্ব শেষ নয়, নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও জরুরি বলে দাবি তাঁদের।

স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত পার্ক ও সংলগ্ন এলাকা পরিষ্কার করা, মাছ বাজারের বর্জ্য সঠিকভাবে অপসারণ এবং সন্ধ্যার পর পার্কে নজরদারি বাড়ানো হোক। সাধারণ মানুষের প্রশ্নস্মার্ট সিটির সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি নাগরিক নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতাও কি ‘স্মার্ট’ হবে?

সুষ্ঠ ও অবাধ ভোটের জন্য

● **প্রথম পাতার পর** উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির প্রস্তুতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং ভোটগণনা প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি নির্বাচনের দিন যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এবং ভোটাররা ভয়মুক্ত পরিবেশে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেদিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

পর্যালোচনা সভা শেষে জেলা শাসক মহম্মদ সাজাদ পি এবং জেলা পুলিশ সুপার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নির্বাচনের প্রস্তুতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। জেলা শাসক জানান, আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ভিলেজ কাউন্সিলের ভোটগ্রহণ এবং ৫ অক্টোবর ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হবে। সুষ্ঠু, অবাধ ও ভয়মুক্ত নির্বাচন এবং শান্তিপূর্ণ ভোটগণনার জন্য জেলা প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে।

নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্বে পুলিশ, টিএসআর, সিআরপিএফ, বিএসএফ ও এসএসবি-সহ বিভিন্ন বাহিনী মোতায়েন থাকবে। পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে বাইরে থেকে ১০ কোম্পানি অতিরিক্ত বাহিনী আনা হবে বলেও জানান জেলা শাসক।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ৭০টি ভিলেজ কাউন্সিলে মোট ৫৪০টি আসন রয়েছে। এর মধ্যে ৪৬টি আসনে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। ফলে বাকি আসনগুলিতেই আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভোটগ্রহণ এবং পরবর্তী ভোটগণনা প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার দুজনেই জানান, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবরকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে

● **প্রথম পাতার পর** আটকে রাখার কারণে তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বাড়িতে যাতায়াতেও সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছিল।

এরই মধ্যে মঙ্গলবার ফের হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। আনোয়ার আলীর অভিযোগ, তিনি বাড়িতে না থাকার সুযোগে তাঁর মা একা থাকা অবস্থায় কয়েকজন তাঁর ওপর হামলা চালায়। হামলায় বৃদ্ধার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে।

ঘটনার খবর পেয়ে ইরানি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে পুলিশের গাড়িতে করে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পরপর হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন আনোয়ার আলী।

তবে অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত পক্ষের বক্তব্য এখনও জানা যায়নি। পুলিশের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কমলপুরে ঘরের তালা ভেঙে

● **প্রথম পাতার পর** বাড়িতে ফিরে ঘরের দরজা খুলতেই পরিবারের সদস্যরা দেখতে পান, ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এরপর তাঁরা দেখতে পান, আলমারি ও শোকেস ভাঙা হয়েছে। অভিযোগ, সেখান থেকে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা নগদ, চার ভরি স্বর্ণালঙ্কারসহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে যায় চোরেরা। ঘটনার পরপরই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। কীভাবে চোরেরা বাড়িতে প্রবেশ করল এবং এই ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। উল্লেখ্য, বাড়ির মালিক মোহনলাল রায় পেশায় এলআইসি এজেন্ট এবং তাঁর স্ত্রী পোস্ট অফিসের এজেন্ট হিসেবে কর্মরত। দিনের বেলায় বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে তালা ভেঙে এই ধরনের চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে মোহনলাল রায়ের সমন্ধি পাপন সেন সংবাদমাধ্যমের কাছে বিস্তারিত জানান। ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারে পুলিশের তৎপরতার দাবি জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

গাড়ি বাইকের সংঘর্ষে আহত ২

● **প্রথম পাতার পর** অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেন। খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত দুই যুবককে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

আহতদের মধ্যে শাহিনুর ইসলামের বাড়ি বিলোনিয়া এলাকায় বলে জানা গেছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছায়। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ঘটনার বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে

● **প্রথম পাতার পর** এলাকায় অবৈধ পার্কিংয়ের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি এসপি ট্রাফিককে সরেজমিনে পরিস্থিতি পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ট্রমা সেন্টারগুলির সক্রিয়তা ও কার্যকারিতা বজায় রাখার বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব দেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুর্ঘটনা বা জরুরি পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন রক্ষায় ট্রমা সেন্টারগুলিকে সর্বদা প্রস্তুত ও কার্যকর রাখতে হবে। একইসঙ্গে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে নিয়মিত সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ এবং ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে আরও সতর্ক থাকতে হবে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বেইলি ব্রিজগুলির রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়েও বৈঠকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেসব বেইলি ব্রিজের সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে, সেগুলি দ্রুত মেরামত করে যাতায়াত ব্যবস্থা নিরাপদ রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জনবসতিপূর্ণ এলাকায় হাতির উপদ্রব কমাতে বন দপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। প্রয়োজন হলে এই সমস্যা মোকাবিলায় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নেওয়ার কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী। মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাসের কার্যকারিতা ও বাস্তব প্রয়োগের বিষয়টি নিয়মিত পর্যালোচনার উপর গুরুত্ব দিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে স্মার্ট ক্লাসের পারফরম্যান্স রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রশাসনিক জটিলতার কারণে যাতে কোনও খেলোয়াড়ের প্রতিভা, খেলায় অংশগ্রহণ কিংবা খেলোয়াড়জীবন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়ে দপ্তরগুলিকে আগাম উদ্যোগী হওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, দাপ্তরিক প্রক্রিয়ার জটিলতা বা অপ্রয়োজনীয় বিলম্বের কারণে কোনও খেলোয়াড় যেন সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন, তা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিশ্চিত করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টিএমএস-এর মূল উদ্দেশ্যই হল প্রশাসনিক কাজের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করা এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলির দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা। তাই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের গাফিলতি বা অযথা বিলম্ব বরদাস্ত করা হবে না। প্রতিটি দপ্তরকে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন হয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের মানুষের স্বার্থে কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আরও নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দেন।

আজকের টিএমএস বৈঠকে রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ আধিকারিকগণ ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব, সচিব, অধিকর্তা এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

যমুনা জল চুক্তির পর কিশাউ প্রকল্প

● **প্রথম পাতার পর** নজরদারি করা হবে। কিশাউ বাঁধ থেকে রাজস্থানের জন্য বরাদ্দ ১২৪ মিলিয়ন ঘনমিটার (এমসিএম) জল হরিয়ানার হানসি-ভুটানা ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনটি ভূগর্ভস্থ পাইপলাইন দিয়ে চুরু পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এর ফলে সিকার, চুরু, ঝুনঝুনু এবং আশপাশের এলাকার পানীয় জল ও অন্যান্য জলের চাহিদা মেটাতে সহায়তা করবে।

প্রকল্পটি শেখাওয়াটি অঞ্চলের দীর্ঘমেয়াদি জল নিরাপত্তায় বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে। নিয়মিত ও পর্যাপ্ত জল সরবরাহের ফলে পানীয় জলের পাশাপাশি সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হবে এবং সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

যমুনা জল চুক্তির আওতায় সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি রাজস্থানে ভূগর্ভস্থ পাইপলাইনের মাধ্যমে জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য যৌথ বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরিতে সম্মত হয়েছে। সিকার, চুরু, ঝুনঝুনু-সহ অন্যান্য এলাকার পানীয় জলের চাহিদা মেটানোই এর অন্যতম লক্ষ্য। সংশোধিত কিশাউ সোাািক্ষ্যআরওখ্যক এই জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে।

নতুন ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট জলের ৯৫ শতাংশ দিল্লি ও রাজস্থানের জন্য উপলব্ধ থাকবে এবং হিমাচল প্রদেশ স্থানীয় ব্যবহারের জন্য ৫ শতাংশ জল ধরে রাখবে। ৯৫ শতাংশের মধ্যে দিল্লি ও রাজস্থানের ভাগের অনুপাত হবে ৭৫:২৫।

রাজস্থান সরকারের মতে, এই চুক্তি রাজ্যের জলস্বল্প অঞ্চলগুলির জল চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করবে। শেখাওয়াটির সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কিশাউ প্রকল্পকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দেখা হচ্ছে।

জল নিরাপত্তার পাশাপাশি শেখাওয়াটিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা, পর্যটন, ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং বিমান যোগাযোগ উন্নয়নের উপরও গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। যমুনা জল চুক্তি, ঐতিহাসিক হাভেলি ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, এক্সপ্রেসওয়ে ও মহাসড়ক প্রকল্প এবং সিকার ও ঝুনঝুনুতে প্রস্তাবিত বিমান যোগাযোগএই উদ্যোগগুলি সম্মিলিতভাবে আঞ্চলিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উন্নত জল সরবরাহের সঙ্গে সড়ক ও বিমান যোগাযোগ, পর্যটন এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণের বিকাশ হলে কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধির নতুন সুযোগ তৈরি হবে। এর ফলে শেখাওয়াটির যুবসমাজ নিজেদের এলাকাতেই আরও বেশি কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের সুযোগ পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাজস্থান সরকার রাজ্যের সর্বত্র পানীয় ও সেচের জল নিশ্চিত করতে রামজল সেতু লিঙ্ক প্রকল্প-সহ একাধিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। ১৯৯৪ সালে পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে স্বাক্ষরিত যমুনা জল চুক্তি অনুযায়ী বর্ষাকালে তাজেওয়ালা হেড থেকে রাজস্থানের জন্য ১,৯১৭ কিউসেক বা ৫৭৭ এমসিএম জল বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় জল পরিবহণ পরিকাঠামো না থাকায় গত ৩২ বছর ধরে রাজস্থান তার বরাদ্দের জল পায়নি।

কিশাউ প্রকল্প এবং এর সঙ্গে যুক্ত জল পরিকাঠামো রাজস্থানের বরাদ্দকৃত জল ব্যবহারের প্রচেষ্টায় নতুন গতি আনবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের বক্তব্য, এই প্রকল্পগুলির সমন্বিত বাস্তবায়ন শেখাওয়াটি-সহ রাজস্থানের অন্যান্য জলস্বল্প অঞ্চলে জল নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন ও মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করবে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 16-09-2026, 01:21

অঙ্গন

কৈলাশহরে রাজ্যস্তরের স্কুল থাং-তা প্রতিযোগিতার সূচনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। ঐতিহ্যবাহী মণিপুরি মার্শাল আর্ট থাং-তাকে কেন্দ্র করে রাজ্যস্তরের স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর বসল ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে।মঙ্গলবার ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হয় রাজ্যস্তরের স্কুল স্পোর্টস থাং-তা প্রতিযোগিতা-২০২৬-এর। ঊনকোটি জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা চলবে ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস। উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায়, জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ-অধিকর্তা অমিত কুমার যাদব, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক সুকান্ত মলসই, জেলা পরিষদের সদস্য বিমল কর,সেন্ট্রাল অবজারভার অনুপমা দেবনাথ, শিক্ষা দপ্তরের ওএসডি বেনীমাধব চক্রবর্তী-সহ অন্যান্যরা।স্কুল স্তরের এই রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার আটটি জেলার অনূর্ধ-১৪, অনূর্ধ-১৭ এবং অনূর্ধ-১৯ বয়স বিভাগের বালক ও বালিকা মিলিয়ে মোট ১৯২ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করছে। প্রতিটি জেলা থেকে ১২ জন বালক এবং ১২ জন বালিকা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। ফলে তিন দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে কৈলাসহরে তৈরি হয়েছে উৎসবমুখর ক্রীড়া পরিবেশ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সভাধিপতি অমলেন্দু দাস থাং-তা খেলার উৎপত্তি, ঐতিহ্য এবং এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। একই সঙ্গে ত্রিপুরায় ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে খেলাধুলার পরিকাঠামো এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন। স্কুল স্তর থেকেই প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের চিহ্নিত করে তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার সুযোগ করে দেওয়ার উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।থাং-তা মূলত মণিপুরের ঐতিহ্যবাহী মার্শাল আর্ট। 'থাং' শব্দের অর্থ তলোয়ার এবং 'তা' বলতে বর্শাকে বোঝায়। অস্ত্রচালনার পাশাপাশি নিরস্ত্র আত্মরক্ষার কৌশল, শারীরিক সক্ষমতা, ক্ষিপ্রতা, ভারসাম্য ও আত্মশৃঙ্খলা এই শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঐতিহ্যবাহী এই মার্শাল আর্ট বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ার রূপও পেয়েছে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এর চর্চা হচ্ছে।ঊনকোটি জেলায় এই প্রথম রাজ্যস্তরের এমন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ক্রীড়াপ্রেমী মহলে বাড়তি উৎসাহ দেখা দিয়েছে। কৈলাসহরের মানুষ সাধারণত ফুটবল, ক্রিকেট বা অন্যান্য প্রচলিত খেলাধুলার প্রতিযোগিতা দেখতে অভ্যস্ত হলেও থাং-তার মতো ঐতিহ্যবাহী মার্শাল আর্টের রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ তাঁদের কাছে নিঃসন্দেহে ভিন্ন মাত্রার আকর্ষণ তৈরি করেছে।তিন দিন ধরে ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার স্কুলপড়ুয়া প্রতিভাবান বালক-বালিকাদের লড়াইকে ঘিরে তাই ক্রীড়াঙ্গনে তৈরি হয়েছে বাড়তি আগ্রহ।

জেসি লীগ ক্রিকেটে বিক্রমের দ্বিশতক নিয়ম রক্ষার ম্যাচে লিড ব্লাডমাউথের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। ব্লাড মাউথ বনাম সংহতির মধ্যে নিয়ম রক্ষার ম্যাচটিও ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে প্রথম ইনিংসে লিভ নেওয়ার সুবাদে ব্লাড মাউথ ৩-১ হিসেবে পয়েন্ট পেয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত জেসি মেমোরিয়াল ২০২৫-২৬ লিগ পর্বের ম্যাচে সংহতি ক্লাব ও ব্লাডমাউথ ক্লাবের দ্বৈরথ অমীমাংসিতভাবে শেষ হলেও প্রথম ইনিংসের লিডের সুবাদে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ঝুলিতে পুরল ব্লাডমাউথ ক্লাব। তিন ম্যাচ থেকে পাঁচ পয়েন্ট পেয়ে ব্লাড মাউথ এবার তৃতীয় স্থানে। নরসিংগড়ের টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত এই তিন দিনব্যাপী লিগ ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় সংহতি ক্লাব। প্রথম ইনিংসে বল হাতে ব্লাডমাউথের বোলারদের দুর্দান্ত বোলিংয়ের সামনে ৯৪ ওভারে ৩০১ রানেই গুটিয়ে যায় সংহতির প্রথম ইনিংস। দলের পক্ষে অধিনায়ক শুভম সূত্রধর ও তন্ময় ঘোষ উভয়েই ৮১ রানের ইনিংস খেলেন।ব্লাডমাউথের হয়ে বোলার দীপ্তনু চক্রবর্তী ৭৬ রান খরচ করে ৫টি এবং অমিত আলী ৭৭ রানে ৪টি উইকেট শিকার করে প্রতিপক্ষের ইনিংসে ধ্বস নামান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ইনিংসে ব্লাডমাউথ ক্লাব ৮ উইকেটে ৪৩৮ রানের বিশাল পাহাড় গড়ে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে এবং ১৩৭ রানের বিশাল লিড অর্জন করে। ব্লাডমাউথের এই বিশাল স্কোরের আসল কারিগর ছিলেন তারকা ব্যাটার বিক্রম কুমার দাস। তিনি ২৬৯ বল মুখোমুখি হয়ে ২০টি চার ও ৩টি ছক্কার সাহায্যে অসাধারণ ২০৫ রানের দ্বিশতক হাঁকিয়ে অপরাজিত থাকেন। বিক্রমকে যোগ্য সঙ্গ দেন দলের অধিনায়ক মণি শঙ্কর মুড়াসিং, যিনি ৫৫ বলে দ্রুতগতির ৭০ রানের ইনিংস খেলেন। সংঘাটি ক্লাবের পক্ষে বোলার দীপাঞ্জন দাস ৫৯ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নেন। ম্যাচের শেষ ইনিংসে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে সংহতি ক্লাব ২৭ ওভারে ২ উইকেটে ৯৭ রান তোলার পর ম্যাচের সময়সীমা শেষ হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে সংহতির পক্ষে উইকেটরক্ষক দীপজয় দেব ৩০ রান করেন এবং রিমন সাহা ২৭ রানে অপরাজিত থাকেন। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি ড্র হলেও প্রথম ইনিংসে শক্ত ভিত গড়ার সুবাদে প্রথম ইনিংস লিডের ৩ পয়েন্ট ছিনিয়ে নেয় ব্লাডমাউথ ক্লাব।

যোগেশ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ট্রফি এবার জেসিসি-র ঘরে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। যোগেশ চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ট্রফি এবার জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের ঘরে। প্রথম ম্যাচে ড্র, দ্বিতীয় ম্যাচে সরাসরি জয়, তৃতীয় ম্যাচে আবারও ড্র, তবে প্রথম ইনিংসে লিভ নেওয়ার সুবাদে ৩-১ করে পয়েন্ট প্রাপ্তিতে জেসিসি সর্বাধিক ১২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে এবারের জেসি লীগ ট্রফি নিজেদের ঘরে তুলে নিয়েছে। উল্লেখ্য, এই ম্যাচে পিছিয়ে থাকলেও প্রথম ম্যাচে সরাসরি জয় এবং দ্বিতীয় ম্যাচে প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে ড্র-এর সুবাদে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব মোট ১০ পয়েন্ট পেয়ে রানার্স খেতাব পেয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত জে সি মেমোরিয়াল ২০২৫-২৬ লিগ ম্যাচে ড্র হলো জেসিসি ও স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের মধ্যকার লড়াই। এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই খেলায় টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে জেসিসি ৯৯.১ ওভারে ২৯৩ রান তোলে। দলের অধিনায়ক রজত দে ধৈর্যশীল ৯২ রানের (১৮০ বল) দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। এছাড়া অর্কপ্রভ সিনহা ৫১ এবং ঋতুরাজ ঘোষ রায় ৪৩ রান করেন। স্ফুলিঙ্গের পক্ষে বৈভব পাল ৬০ রানে ৪টি এবং সন্দীপ সরকার ২টি উইকেটের সাফল্য পান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ইনিংসে স্ফুলিঙ্গ ২১৫ রানেই গুটিয়ে যায়। ফলে প্রথম ইনিংসের নিরিখে ৭৮ রানের গুরুত্বপূর্ণ লিড পায় জেসিসি। স্ফুলিঙ্গের পক্ষে শুভম ঘোষ ও পল্লব দাস উভয়েই ৩৯ রান করে কিছুটা লড়াই পরিচালনা করেন। তবে জেসিসির বোলিং আক্রমণের মুখে বড় স্কোর গড়তে ব্যর্থ হয় তারা। সানি সিং ৬৯ রান দিয়ে ৫টি উইকেট তুলে নিয়ে সেরা বোলার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন, পাশাপাশি দুর্লভ রায় ৩৭ রানে ৪টি উইকেট শিকার করে স্ফুলিঙ্গের ব্যাটিং অর্ডারে ধস নামান। প্রথম ইনিংসে ৭৮ রানের লিড হাতে নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে জেসিসি। তারা ৩৩ ওভারে ৭ উইকেটে ১৫৪ রান তোলার পর ম্যাচের সময়সীমা শেষ হয় এবং ম্যাচটি অমিমাংসিত বা ড্র হিসেবে ঘোষিত হয়। দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাটে ঝড় তোলেন অধিনায়ক রজত দে; তিনি মাত্র ৬৪ বলে ৭২ রান (৮টি চার ও ১টি ছক্কা) উপহার দেন। অন্য প্রান্তে ঋতুরাজ ঘোষ রায় ৭৫ বলে ৫৮ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। স্ফুলিঙ্গের পক্ষে শুভম ঘোষ ৪টি এবং সন্দীপ সরকার ৩টি উইকেট পান।

ভারত তাঁর হাত থেকে এশিয়া কাপ ট্রফি নেবে না জানার পর প্রথম কী বলেছিলেন নকভি? এল প্রকাশ্যে

ভারত যে মহসিন নকভির হাত থেকে ট্রফি নেবে না, তা আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার পরেও নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরেননি নকভি। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতি নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। তাঁর গোঁড়ামির কারণেই আরও একটি এশিয়া কাপ জিতে খালি হাতে ফিরেছে ভারত। নকভির সঙ্গে কী কথা হয়েছিল, তা জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল।এশিয়া কাপ ফাইনালে শুক্লের সঙ্গে মাঠে ছিলেন বোর্ডের সচিব দেবজিৎ শইকীয়া। খেলা শেষে নিজেদের সিদ্ধান্ত নকভিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা। দেশে ফিরে শুক্ল বলেন, ''আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছিলাম। ঠিক করেছিলাম, ওঁর (নকভি) হাত থেকে ট্রফি নেব না। এটা আমাদের মিলিত সিদ্ধান্ত ছিল। ওঁকে সবটা জানিয়েও দিয়েছিলাম।''শুনে কী বলেছিলেন নকভি? শুক্ল জানিয়েছেন, ভারতের সিদ্ধান্ত শুনে কোনও প্রতিবাদ নকভি করেননি। যেন তিনি আগে থেকেই জানতেন, এমন কিছু একটা হবে। ভারতের অবস্থান শোনার পরেও তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। বাকিদের পুরস্কার দিয়ে মঞ্চ ছাড়েন।নকভিকে জোড়া প্রস্তাব দিয়েছিল ভারত। সে কথা জানিয়েছেন শইকীয়া। তিনি বলেন, ''মহসিন নকভির হাত থেকে আমরা কখনওই ট্রফি নিতে চাইনি। তার পরেও আমরা তাঁকে জোড়া বিকল্প দিয়েছিলাম। বিসিসিআই প্রস্তাব দিয়েছিল, নকভির বদলে এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিলের সহ-সভাপতি খালিদ আল জারুনির কাছ থেকে ভারতীয় দল ট্রফি নেবে। নইলে যে দল চ্যাম্পিয়ন হবে সেই দলের বোর্ডের কোনও কর্তা ট্রফি তুলে দেবে। কিন্তু নকভি দুটো প্রস্তাবই খারিজ করে দেন। নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। তাই আমরা ট্রফি নিইনি।''শইকীয়া স্পষ্ট করে দিয়েছেন, নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন তাঁরাও। দেশের মানুষের কথা ভেবে এই সিদ্ধান্ত তাঁরা নিয়েছেন। শইকীয়া বলেন, ''দেশের মানুষের কথা মাথায় রেখে, তাঁদের সম্মান করে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দেশের একটা বড় অংশের মানুষ চান না, আমরা এই নির্দিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে খেলি। তার পরেও আমরা খেলেছি। কিন্তু আমরা ঠিক করে নিয়েছিলাম, এই দেশের কারও হাত থেকে আমরা ট্রফি নেব না।''এক বছর আগে ভারতের পুরুষদের দলও এশিয়া কাপ জেতার পর ট্রফি নেয়নি। সেই ট্রফি এখনও ভারতে আসেনি। এই পরিস্থিতিতে মহিলারা কী ভাবে ট্রফি নিতেন? সেই প্রশ্নই তুলেছেন শইকীয়া। তিনি বলেন, ''এক বছর আগে আমাদের পুরুষদের দল কী করেছে আমরা দেখেছি। এখনও সেই ট্রফি আমরা হাতে পাইনি। এখনও আমরা ট্রফি দিতে বলি। প্রতিটা বৈঠকে এই নিয়ে কথা হয়। তা হলে কী ভাবে মহিলাদের দল ট্রফি নেবে? পরিস্থিতি তো এখনও বদলায়নি। দেড় বছর ধরে একই রয়েছে। আমরা চাই, যত দ্রুত সম্ভব দুটো ট্রফিই ভারতে পাঠানো হয়।''এখনও যে দু'দেশের সম্পর্কের একটুও উন্নতি হয়নি তা আবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন শইকীয়া। তিনি বলেন, ''সীমান্তে কী হচ্ছে আমরা দেখছি। সকলে সব জানে। তাই কোনও অভিনয় করে লাভ নেই। আমাদের বোর্ড দেশের মানুষের পাশে আছে। দেশের সরকারের পাশে আছে।''

AFFIDAVIT

I. Samita Dey W/o Sadhan Dey of Vill. Kamalnagar, PO. Kamalnagar, PS. Sonamura, Dist. Sepahijala Tripura, aged about 61yrs., by Caste-Hindu, by Occupation-House wife, citizen of India, do hereby solemnly affirm and declare as follows:-
That my name is Samita Dey which is recorded in some papers.
This is true to my knowledge
That my name also recorded as Sumita Dey in my Aadhaar Card.
This is true to my knowledge
That I am swearing this affidavit to prove that Samita Dey, Sumita Dey are the same person who is I myself.
This is true to my knowledge
In acknowledgement whereof I put my signature on this 8th day of Sept. 2026 A/D at Sonamura Court premises.
Deponent is identified by me.

Sd/-
Samita Dey

প্রাক্তন ফুটবলার কোচ চন্দন ধর প্রয়াত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।।মারা গেলেন রাজ্যের প্রখ্যাত প্রাক্তন ফুটবলার, প্রশিক্ষক তথা ত্রিপুরা ভেটারেন্স ফুটবল সংস্থার প্রাক্তন যুগ্ম সচিব চন্দন ধর। সোমবার রাতে বাধার ঘাটে নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে উনার বয়স ছিল ৭৬। জানা গেছে বার্ধক্য জনিত কারণে মারা যান তিনি। মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক ছেলে ও মেয়ে কে রেখে গেছেন। উনার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে শোকের ছায়া নেমে এসেছে রাজ্যের ক্রীড়া মহলে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা এবং ত্রিপুরা ভেটারেন্স ফুটবলার সংস্থার পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে শোক। পাশাপাশি ওনার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়েছে।

৪১ রানের লিড ওপিসির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে অনুষ্ঠিত ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত "এ" ডিভিশন সুপার ফোর ২০২৫-২৬ লিগ ম্যাচে ইউবিএসটি-র বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৪১ রানের গুরুত্বপূর্ণ লিড অর্জন করেছে ওপিসি। ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন ওপিসি অধিনায়ক দীপায়ন দেববর্মা। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ওপিসির নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মুখে পড়ে ইউবিএসটি-র ব্যাটিং লাইনআপ মাত্র ১৩১ রানে অলআউট হয়ে যায়। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৪৫ রান করেন সন্তোষ গোস্বামী। ওপিসির হয়ে চমৎকার বোলিং করে পৌরুষ মিশ্র ৫টি এবং জয়দীপ ভট্টাচার্য ও অর্ক্যদ্যুতি দেব যথাক্রমে ২টি করে উইকেট লাভ করেন। জবাবে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ওপিসি তাদের ইনিংসের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেয়। অধিনায়ক দীপায়ন দেববর্মার ৩৮ রান এবং রাহুল চন্দ্র সাহার দ্রুতগতির ৭১ রানের উপর ভর করে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৭২ রান সংগ্রহ করে ওপিসি। দলের পক্ষে শ্রীমান দেবনাথ ৪১ রানে অপরাজিত থাকেন। ইউবিএসটি-র বোলারদের মধ্যে অভিষেক কৃষ্ণ শ্রীবাস্তব ৩টি এবং অধিনায়ক কৃতিদীপ্ত দাস ১টি উইকেট পান। প্রথম ইনিংসে এই রানের ঘাটতি ম্যাচে ইউবিএসটি-কে কিছুটা ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে।

সদরের খেতাবি লড়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। ফাইনাল আজ। খেতাবি দখলের লড়াইয়ে শক্তিশালী সদর মহকুমার বিরুদ্ধে খেলবে বিশালগড় মহকুমা। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। জামজুরি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে আসরের মেগা ফাইনাল ম্যাচ টি। আজ ফেবারেট হিসেবে মাঠে নামবে সদর মহকুমা। ত্রিপুরা দলের হয়ে খেলা বেশিরভাগ ক্রিকেটার রয়েছে সদর মহকুমার দলে। ফলে অভিজ্ঞতা বেশি দলীয় ক্রিকেটারদের। তার উপর আসরে মৌচৈতি দেবনাথ, নিকিতা দেবনাথ, মৌটুসী দে, অন্নপূর্ণা দাস, নিকিতা সরকার - রা রয়েছেন দুরন্ত ফর্ম। বিশালগড় মহকুমা তাকিয়ে থাকবে অম্বিকা দেবনাথ, ইন্দ্র রানী জমাটিয়া এবং স্নেহা সরকারের দিকে।

অবৈধ খেলোয়াড় খেলানোর অভিযোগ : লালবাহাদুর

ব্যায়ামাগারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ব্লাডমাউথের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল "এ" ডিভিশন ফুটবল লিগে অনিয়মের গুরুতর অভিযোগ তুলে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের লিগ সাব-কমিটির কাছে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানাল ব্লাড মাউথ ক্লাব। সোমবার, ১৪ সেপ্টেম্বর আয়োজিত ম্যাচে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার ৩-৩ গোলে ড্র করলেও, তাদের বিরুদ্ধে একজন শাস্তিপাপ্ত তথা অবৈধ খেলোয়াড়কে মাঠে নামানোর অভিযোগ এনেছে ব্লাড মাউথ কর্তৃপক্ষ। নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রতিবাদ ফি জমা দিয়ে পূর্ণ ৩ পয়েন্ট দাবি করেছে ক্লাবটি। চিঠিতে ব্লাড মাউথ ক্লাবের সভাপতি বিমল কুমার চৌধুরী উল্লেখ করেছেন যে, লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারের ৭ নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার লালনম সাঙ্গা শৃঙ্খলা সংক্রান্ত নিয়ম ভেঙে এই ম্যাচে অংশ নিয়েছেন। নিয়ম লঙ্ঘনের বিস্তারিত অভিযোগ: ব্লাড মাউথ ক্লাবের দাবি অনুযায়ী, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের ডিসিপ্লিনারি কোডের ১৩.৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে পরপর দুই ম্যাচে (৩০ আগস্ট ও ৩ সেপ্টেম্বর) হলুদ কার্ড দেখায় লালনম সাঙ্গা নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী ম্যাচের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বরখাস্ত হন। কিন্তু ৬ সেপ্টেম্বরের ম্যাচে তাঁকে স্কোয়াডে রাখা হয় এবং পরবর্তী ম্যাচগুলিতেও তিনি অব্যাহতভাবে অংশগ্রহণ করেন। এমনকি ১২ সেপ্টেম্বরের ওয়াকওভার ম্যাচেও এআইএফএফ অনুচ্ছেদ ১৩.৪ ও নোট-৫ অনুযায়ী তাঁর এই শাস্তি মকুব হয়নি, কারণ ম্যাচটি বাস্তবে খেলা হয়নি। ফলে ১৪ সেপ্টেম্বরের ম্যাচেও তিনি অবৈধ খেলোয়াড় হিসেবেই মাঠ নামেন এবং একটি গোলও করেন। এআইএফএফ-এর ৫৭ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ২২.২.৫ অনুচ্ছেদের আইনি বাধ্যবাধকতা তুলে ধরে ব্লাড মাউথ ক্লাব ম্যাচটি তাদের অনুকূলে ৩ পয়েন্টসহ বাজেয়াপ্ত করার এবং প্রতিপক্ষ ক্লাবকে উপযুক্ত জরিমানা করার আর্জি জানিয়েছে।

সুপার ফোর ক্রিকেটে কসমোপলিটনের পাহাড়সম রান, ব্যাকফুটে চলমান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত "এ" ডিভিশন সুপার ফোর ২০২৫-২৬ লিগ ম্যাচে আগরতলার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে চলমান সংঘের বিরুদ্ধে রানের পাহাড় গড়েছে কসমোপলিটন। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে কসমোপলিটন ৭৭ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ৪২৯ রানের বিশাল স্কোরে নিজেদের প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। দলের দুই ব্যাটার লক্ষয় কুমার টি ও অধিনায়ক শংকর পাল দুর্দান্ত শতক হাঁকান। লক্ষয় কুমার ১৯৬ বলে ১৬টি চার ও ১টি ছক্কার সাহায্যে ১৫৭ রানে অপরাজিত থাকেন। অন্যদিকে, বিস্ফোরক মেজাজে ব্যাটিং করে অধিনায়ক শংকর পাল মাত্র ১২০ বলে ১৪টি চার ও ৯টি বিশাল ছক্কায় ১৫৭ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন। এছাড়া, ওপেনার বাবুল দে ৭৬ রান করে আউট হন। চলমান সংঘের পক্ষে কৃষ্ণধন নমঃ ২টি এবং সুরজ কুমার ও সিদ্ধার্থ দেবনাথ ১টি করে উইকেট পান। বিশাল রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় চলমান সংঘ। প্রথম ওভারেই খাতা খোলার আগেই আউট হন ওপেনার প্রীতম দাস। শারুখ হোসেনের বলে এলবিডব্লিউ হয়ে তিনি সাজঘরে ফেরেন। প্রথম দিনের খেলা শেষে ৮ ওভার ব্যাট করে ১ উইকেট হারিয়ে ২৮ রান তুলেছে চলমান সংঘ। ক্রিজে অপরাজিত রয়েছেন সোহেল দেববর্মা (৯) ও অর্কজিৎ পাল (১৫)। প্রথম ইনিংসের নিরিখে চলমান সংঘ এখনও ৪০১ রানে পিছিয়ে থাকায় স্পষ্টতই ব্যাকফুটে রয়েছে।

খোয়াইয়ে রাজ্যস্তরের অনূর্ধ-১৭ বালিকা ফুটবল প্রতিযোগিতার জমকালো সূচনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। খোয়াই জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের সিন্থেটিক ফুটবল গ্রাউন্ডে আয়োজিত হলো রাজ্যস্তরের অনূর্ধ-১৭ বালিকা ফুটবল প্রতিযোগিতা। মঙ্গলবার বিকাল চারটায় এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই মর্যাদাপূর্ণ ক্রীড়া আসরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের বন বিভাগের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার চিফ হুইপ কল্যাণী রায় (সাহা), বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, খোয়াই ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সমীর কুমার দাস, খোয়াই জেলা পরিষদের ওয়ার্কস স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি অনুকূল দাস এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টর পাইমং মগ।রাজ্যজুড়ে বালিকাদের ফুটবলের প্রসারে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় মোট নয়টি দল অংশ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রাজ্যের আটটি জেলার প্রতিনিধি দলের পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় লড়াই করছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের দলও। উদ্যোক্তাদের আশা, এ ধরনের প্রতিযোগিতা থেকে উদীয়মান প্রতিভাবান ফুটবলাররা উঠে আসবে, যারা ভবিষ্যতে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করবে। টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে খোয়াইয়ের ক্রীড়ামোদী মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ করা গেছে।

চন্দ্র মেমোরিয়াল এ ডিভিশন লিগে ওয়াক ওভার পেল এগিয়ে চল সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। ওয়াকওভার পেলো এগিয়ে চল সংঘ। শেষ সময়ে রামকৃষ্ণ ক্লাব আসর থেকে নাম তুলে নেওয়ায়। মঙ্গলবার চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ ফুটবলে রামকৃষ্ণ ক্লাবের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল এগিয়ে চল সংঘের। পাঁচ ম্যাচ থেকে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শেষের স্থানে ছিল রামকৃষ্ণ। ওই ক্লাবের কর্তারা কয়েক দিন খেলা পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু রাজ্য ফুটবল সংস্থা তাতে সাঁই দেয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে নাম তুলে নিল রামকৃষ্ণ ক্লাব। আসরে ছয় ম্যাচ খেলে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত শীর্ষে মেলার মাঠের এগিয়ে চল সংঘ। এবছর মরশুম শুরু হওয়ার আগেই আসর থেকে নাম তুলে নিয়েছিল ঐকতান যুব সংস্থা। ফলে অবনমনহীন এবছর আসর। ওই সুযোগের ফায়দা তুলেই প্রথমে জুয়েলস এসোসিয়েশন এবং এখন রামকৃষ্ণ ক্লাব আসর থেকে নাম তুলে নিয়েছে। ওই ক্লাবগুলো নাম তুলে নেওয়ায় আসরের আকর্ষণ আরো কমে গেল। ক্লাবের পক্ষ থেকে অমিত দেব বলেন, আমাদের বেশ কয়েকটি প্লেয়ার চোট আঘাত জনিত সমস্যায় ভুগছে। তার জন্য আমরা সময় চেয়েছিলাম রাজ্য ফুটবল সংস্থার কাছে। কিন্তু আমাদের সময় দেওয়া হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে দল তুলে নিতে হয়েছে আমাদের। ফুটবলারদের অত্যাধিক খেপ খেলার খেসারত দিতে হচ্ছে আমাদের ক্লাব কে।

ছত্তিশগড়ে জাতীয় ফুটবলে ত্রিপুরাকে রুখে দিল উত্তরাখন্ড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর।। প্রায় ৪৫ মিনিট এগিয়ে থেকেও জয় পেলো না ত্রিপুরা। শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগ করে মাঠ ছাড়লো। উত্তরাখন্ডের বিরুদ্ধে। ছত্তিশগড়ের নারায়নপুরে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের জুনিয়র ফুটবলে। ওই রাজ্যের রামকৃষ্ণ মিশন মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এদিন শুরু থেকেই পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে খেলতে থাকে ত্রিপুরার ফুটবলাররা। কিন্তু দলের বেশ কয়েকজন ফুটবলারের জ্বর থাকায় দ্বিতীয়ার্ধে যেনও শরীর চলছিলো না। শেষ পর্যন্ত ম্যাচেটি ১-১ গোলে অমিমাংসীতভাবে শেষ হয়েছে। ম্যাচের ২৫ মিনিটের সময় ত্রিপুরার লালমুই রিয়াং দুরন্ত গোল করে এগিয়ে দেন দলকে। ৪৫ মিনিটে গোল হজম করে ত্রিপুরা। খেলা শেষে ত্রিপুরার ম্যানেজার পূর্ণিমা দাস এখবর জানান। তিনি বলেন, ওই রাজ্যের আবহাওয়া কিছুটা ঠান্ডা হওয়ায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে আমাদের ফুটবলারদের। বেশ কয়েকজন ফুটবলার সর্দি জ্বরে আক্রান্ত। এর মধ্যে রয়েছে থামপুই, বিজিয়া। বাধ্য হয়ে দ্বিতীয়ার্ধে ওদের তুলে নিতে হয়েছে।

আধুনিক ভারত গড়ে তোলার কাজে এম বিশ্বেশ্বরাইয়ার অবদান অপরিসীম: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইঞ্জিনিয়ার বা প্রকৌশলীদের দক্ষতা ও কাজের উপর আস্থা রেখেই ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। বিকশিত ভারত ও বিকশিত ত্রিপুরা গড়তে প্রধানমন্ত্রীর চিন্তা ও পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়ন করতে প্রকৌশলীদের এবং দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির বিশেষ দায়িত্ব নিতে হবে। আজ প্রজ্ঞাভবনে ৫৯তম ইঞ্জিনিয়ার দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আধুনিক ভারত গড়ে তোলার কাজে এম বিশ্বেশ্বরাইয়ার অবদান অপরিসীম। এ বিষয়ে তিনি বিশ্বেশ্বরাইয়ার কর্মজীবনের কথা তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিকশিত ভারত গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে রাজ্য সরকারও পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। প্রকৃতিগত কারণেই রাজ্যে শীতকালীন সময়ে চার মাস বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করার উৎকৃষ্ট সময়। বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে এই সময়টাকে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী অত্যাধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। রাজ্যের ও দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ইঞ্জিনিয়ারদের বিভিন্ন উদ্ভাবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুখ্যমন্ত্রী চেনাব রেল সেতু সহ বিভিন্ন অত্যাধুনিক নির্মাণ কাজের কথাও উল্লেখ করেন যা সারা বিশ্বে সমাদৃত। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে প্রকৌশলীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ইঞ্জিনিয়ারদের সঠিক পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়নের ফলেই রাজ্যের পরিকাঠামোর আমূল পরিবর্তন ও উন্নত হয়েছে। বিধানসভা থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত ই-অফিস ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার, ভারতমালা প্রকল্পে রিং রোড গড়ে তোলার কথাও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রকৌশলীগণ হলেন ভারতের উন্নয়নের মেরুদণ্ড। অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, প্রযুক্তি ও ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এম বিশ্বেশ্বরাইয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং। বক্তব্য রাখেন আইআইটি খরগপুরের অধিকর্তা ড. সুমন চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বেস্ট ফ্যাকাল্টি অব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হিসেবে ৫ জন অধ্যাপককে পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করেন। বেস্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ৫ জন ইঞ্জিনিয়ারকে সম্মাননা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ার চিন্ময় দেবনাথ ও শিবির দেববর্মাকে ইঞ্জিনিয়ার অব দ্য ইয়ার ২০২৬ সম্মানে পুরস্কৃত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাদের হাতে পুরস্কার ও সম্মাননা তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রী ভিআইপি রোডে ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্সের অফিসের জন্য নির্ধারিত একটি জায়গাকে আইইআই ল্যান্ড এবং হাউজিং বোর্ড সংলগ্ন বাস স্ট্যান্ডটিকে আইইআই বাসস্ট্যান্ড নামকরণের ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ এম বিশ্বেশ্বরাইয়ার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষ্যে আয়োজিত রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন এবং রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার অনুপ কুমার দাস। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্ত দপ্তরের যুগ্ম সচিব রাজীব পাল, ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স ত্রিপুরা শাখার চেয়ারম্যান পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জি।

সোহম পালের চিকিৎসায় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে অর্থ মঞ্জুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বিপ্লবের

আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: রামনগর নিবাসী সোহম পালের উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে ৫০ হাজার টাকা চিকিৎসা সহায়তা মঞ্জুর হয়েছে। এই সহায়তা মঞ্জুর করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন সাংসদ বিপ্লব সামাজিক মাধ্যমে জানান, সোহম পালের উন্নত চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়টি নজরে আসার পর সংশ্লিষ্ট আবেদনটি দ্রুত প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিলের জন্য পাঠানো হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই আবেদনটি অনুমোদন করে ৫০ হাজার টাকা চিকিৎসা সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছে। এর আগেও উন্নত চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তার আবেদন পাঠানো হলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রায় প্রতিটি আবেদনই আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করে সহায়তা মঞ্জুর করেছেন।

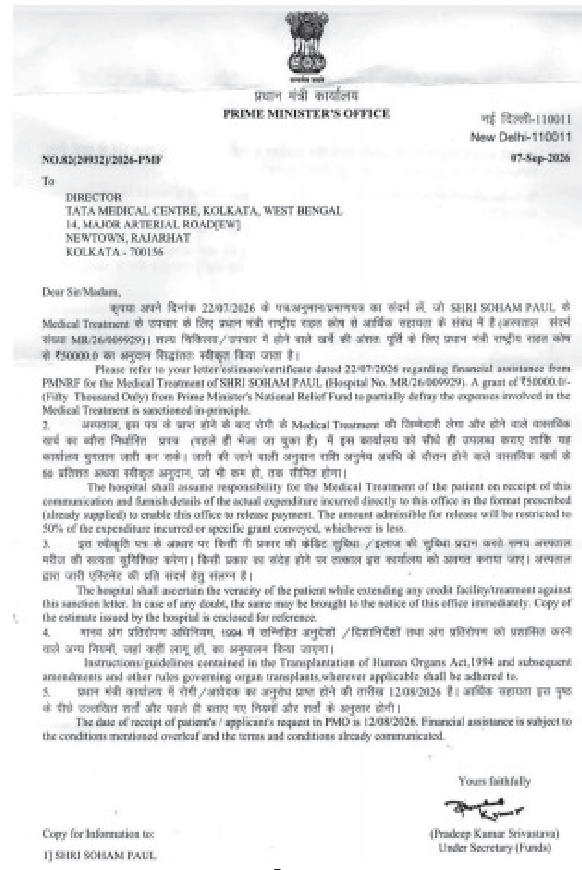
PRIME MINISTER'S OFFICE
New Delhi-110011
NO.82(20932)/2026-PMF
07-Sep-2026
To
DIRECTOR
TATA MEDICAL CENTRE, KOLKATA, WEST BENGAL
14, MAJOR ARTERIAL ROAD[EW]
NEWTOWN, RAJARHAT
KOLKATA - 700156

Dear Sir/Madam,

Please refer to your letter/estimate/certificate dated 22/07/2026 regarding financial assistance from PMNRF for the Medical Treatment of SHRI SOHAM PAUL (Hospital No. MR/26/009929). A grant of ₹50000.0/- (Fifty Thousand Only) from Prime Minister's National Relief Fund to partially defray the expenses involved in the Medical Treatment is sanctioned in-principle.

The hospital shall assume responsibility for the Medical Treatment of the patient on receipt of this communication and furnish details of the actual expenditure incurred directly to this office in the format prescribed (already supplied) to enable this office to release payment. The amount admissible for release will be restricted to 50% of the expenditure incurred or specific grant conveyed, whichever is less.

The hospital shall ascertain the veracity of the patient while extending any credit facility/treatment against this sanction letter. In case of any doubt, the same may be brought to the notice of this office immediately. Copy of the estimate issued by the hospital is enclosed for reference.

Instructions/guidelines contained in the Transplantation of Human Organs Act,1994 and subsequent amendments and other rules governing organ transplants,wherever applicable shall be adhered to.

The date of receipt of patient's / applicant's request in PMO is 12/08/2026. Financial assistance is subject to the conditions mentioned overleaf and the terms and conditions already communicated.

Yours faithfully
(Pradeep Kumar Srivastava)
Under Secretary (Funds)

Copy for Information to:
1] SHRI SOHAM PAUL

সোহম পালের চিকিৎসায় প্রধানমন্ত্রীর এই সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সাংসদ বিপ্লব।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক যুবক

উদয়পুর, ১৫ সেপ্টেম্বর: উদয়পুরের গোকুলপুর বাজার এলাকায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২০ বছর বয়সি এক যুবকের। মৃতের নাম সৌরভ চক্রবর্তী। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গেছে, মঙ্গলবার গোকুলপুর বাজার এলাকায় একটি বাইকে করে যাচ্ছিলেন ২২ বছর বয়সি ইউনোস মিঞা এবং তাঁর পিছনে ছিলেন সৌরভ চক্রবর্তী। সেই সময় একটি বোলেরো গাড়ির সঙ্গে বাইকটির সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় বাইকে থাকা দু'জনই গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরে আহত দু'জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দীর্ঘক্ষণ চিকিৎসা চলার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক সৌরভ চক্রবর্তীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, ইউনোস মিঞার চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে।

এদিকে, দুর্ঘটনার খবর দেওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা পর রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বলে অভিযোগ। পথ দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হলেও পুলিশের ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে এতটা সময় লাগায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং এর সঙ্গে জড়িত গাড়িটির বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিরামপুর সীমান্তে যৌথ অভিযানে ৬৩ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার

সোনামুড়া, ১৫ সেপ্টেম্বর: সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ ও যাত্রাপুর থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। মঙ্গলবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিরামপুর সীমান্ত এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তিনটি বস্তায় ভর্তি মোট ৬৩ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে যৌথ বাহিনী। তবে অভিযানের সময় পাচারকারীরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

জানা গেছে, গোপন সূত্রে মাদক পাচারের খবর পাওয়ার পর যাত্রাপুর থানার সাব-ইনস্পেক্টর বিজয় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পুলিশ কর্মী, টিএসআর জওয়ান এবং বিএসএফ-এর একটি দল বিরামপুর সীমান্ত এলাকায় বিশেষ টহলদারি ও তল্লাশি অভিযান শুরু করে। অভিযান চলাকালীন সীমান্তের কাঁটাতারের সংলগ্ন জঙ্গলে সন্দেহজনক অবস্থায় পড়ে থাকা তিনটি বস্তা নজরে আসে। তল্লাশি চালিয়ে বস্তাগুলির ভিতর থেকে মোট ৬৩ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা বলে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এলাকাবাসী আটক করল ৪ নেশাকারবারীকে

তেলিয়ামুড়া, ১৫ সেপ্টেম্বর: চুরি ও কথিত ড্রাগস কারবারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল তেলিয়ামুড়া থানাধীন পশ্চিম হাওয়াইবাড়ি কুকি কলোনি এলাকা। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় চুরি এবং ড্রাগস বিক্রির অভিযোগ উঠছিল বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। মঙ্গলবার সকালে ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকাবাসী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন সাতসকালে ড্রাগস কারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দুই যুবককে আটক করেন এলাকাবাসীরা। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে স্থানীয় যুবক কালু ও তাঁর ভাইয়ের নাম উঠে আসে বলে দাবি করেন বাসিন্দারা। এরপর কালু ও তাঁর ভাইকেও আটক করা হয়।

এইভাবে মোট চার যুবককে আটক করেন উত্তেজিত এলাকাবাসীরা। আটক যুবকদের কাছ থেকে ড্রাগসের কৌটা উদ্ধার হয়েছে বলেও দাবি করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, উত্তেজিত জনতা আটক যুবকদের মারধর করে। পরে চারজনকেই তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে চার যুবককে নিজেদের হেফাজতে নেয়। উদ্ধার হওয়া সামগ্রী এবং গোটা ঘটনার বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় চুরি ও নেশা সংক্রান্ত কার্যকলাপের কারণে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। এদিনের ঘটনায় সেই ক্ষোভই প্রকাশ্যে আসে।

তবে আটক চার যুবকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা, উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর প্রকৃতি এবং কথিত ড্রাগস কারবারের সঙ্গে তাঁদের প্রকৃত যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা পুলিশের তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। বর্তমানে গোটা ঘটনার তদন্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন পশ্চিম হাওয়াইবাড়ি কুকি কলোনির বাসিন্দারা।

গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত মহিলা, চোখের চিকিৎসার জন্য পরিবারের সাহায্যের আবেদন

আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: গত ৩১ আগস্ট আগরতলা শহরের আখাউড়া রোড এলাকায় পুলিশ সুপারের গাড়ির ধাক্কায় আহত আয়েশা খাতুন। ওই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে বেশ কিছুদিন জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

পরিবারের দাবি, দুর্ঘটনায় আয়েশা খাতুনের বুকে, মাথায় ও চোখে গুরুতর আঘাত লাগে। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসার পর বুক ও মাথার সমস্যা কিছুটা কমলেও তাঁর চোখের অবস্থার এখনও উন্নতি হয়নি। বিশেষ করে ডান চোখ দিয়ে বর্তমানে তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না বলে দাবি করেছেন তাঁর স্বামী মুক্তা মিয়া। মুক্তা মিয়ার বক্তব্য অনুযায়ী, জিবি হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের বিশেষজ্ঞরা বেশ কয়েকদিন চিকিৎসার পর তাঁকে জানান, তাঁর স্ত্রীর চোখের চিকিৎসা জিবি হাসপাতালে আর সম্ভব নয়। চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে দ্রুত বহিরাজ্যে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে দুর্ঘটনার ঘটনায় আহত আয়েশা খাতুনের স্বামী মুক্তা মিয়া পশ্চিম আগরতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগে টি আর ০১ সি এল ০২৯৭ নম্বরের গাড়ি এবং গাড়ির মালিক আইপিএস কিশান কুমারের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে মামলা আইনি পথে চললেও বর্তমানে স্ত্রীর চিকিৎসা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় রয়েছেন মুক্তা মিয়া ও তাঁর পরিবার। মঙ্গলবার দুপুরে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে নিজের অসহায়তার কথা তুলে ধরেন তিনি।

মুক্তা মিয়া জানান, তাঁদের বাড়ি কাঞ্চনমালা মুসলিম পাড়া এলাকায়। কর্মসূত্রে বর্তমানে তিনি আগরতলার রামনগর এলাকায় অন্যের বাড়িতে থাকেন। তিনি পেশায় মাছ ব্যবসায়ী। স্ত্রীর চোখের চিকিৎসার জন্য বহিরাজ্যে নিয়ে যেতে হলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু সেই অর্থ জোগাড় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান তিনি।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে স্ত্রী আয়েশা খাতুনের চোখের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন মুক্তা মিয়া। স্ত্রীর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে দ্রুত উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন তিনি।

বেহাল রাস্তা ও পানীয় জলের সংকটে নাজেহাল গাবর্দীবাসী

আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: দীর্ঘদিন ধরে বেহাল সড়ক ও পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন জম্পুইজলা আর ডি ব্লকের অন্তর্গত গাবর্দী এলাকার বাসিন্দারা। প্রায় ৭০ থেকে ৮০টি পরিবারের বসবাস এই এলাকায়। প্রতিদিন বহু মানুষ গাবর্দী থেকে মহনপুর ও গোলাঘাটির দিকে যাতায়াত করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সড়কের বেহাল অবস্থার কারণে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাস্তার বিভিন্ন অংশ দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে। জরুরি প্রয়োজনে রোগী নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে দৈনন্দিন যাতায়াতেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে।

অন্যদিকে, এলাকায় পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থাও নেই বলে অভিযোগ। পানীয় জলের জন্য দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় ভুগছেন বহু পরিবার। স্থানীয়দের দাবি, নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হলেও তাঁদের দীর্ঘদিনের সমস্যা অনেকটাই মিটবে।

এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, প্রায় দশ বছর পর ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চললেও এলাকার উন্নয়ন নিয়ে এখনও নানা প্রশ্ন রয়েছে। তাঁদের দাবি, বিধানসভা নির্বাচনের পর বিধায়ক মানব দেববর্মার পক্ষ থেকে এলাকায় যে ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ প্রত্যাশা করা হয়েছিল, তা এখনও বাস্তবে দেখা যায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মূল দাবি, দ্রুত গাবর্দী থেকে মহনপুর ও গোলাঘাটি যাওয়ার সড়কটি নির্মাণ ও সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি এলাকায় স্থায়ীভাবে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। দীর্ঘদিনের এই সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও জনপ্রতিনিধিদের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

নতুন ভারত গড়তে বর্তমান প্রজন্মের ইঞ্জিনীয়ারদের নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি ও চিন্তাধারা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে: উচ্চশিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: ভারতরত্ন এম বিশ্বেশ্বরাইয়া শুধুমাত্র একজন মহান ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন না, তিনি ছিলেন চিন্তাবিদ, দূরদর্শী ও মনীষী। তিনি ভারতবর্ষের উন্নয়নের একজন রূপকার ছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছেন সততা, একাগ্রতা, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি এবং উদ্ভাবনী শক্তির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রকে এগিয়ে নেওয়া যায়। আজ সকালে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে ৫৯তম ইঞ্জিনীয়ার্স ডে উপলক্ষে আয়োজিত প্রভাতফেরির সূচনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মণ একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মণ বলেন, ভারতরত্ন এম বিশ্বেশ্বরাইয়ার যুগান্তকারী অবদানকে স্মরণে রেখে প্রতিবছর ১৫ সেপ্টেম্বর দিনটি আমাদের দেশে ইঞ্জিনীয়ার্স দিবস হিসেবে পালন করা হয়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা, ড্রেনেজ সিস্টেম, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প সারা বিশ্বকে পথ দেখিয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও ভারতের ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কৌশল ও নিদর্শনের উল্লেখ আছে।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার পরও আমাদের ইঞ্জিনীয়ারগণ নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ, রেলপথ নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ কিংবা মহাকাশ গবেষণা থেকে শুরু করে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সেই নির্দশন রেখে চলেছেন। কিন্তু আমাদের এখানেই থেমে থাকলে চলবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার যে ডাক দিয়েছেন সে লক্ষ্য পূরণে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, দেশ নির্মাণের মূল কারিগর হলেন ইঞ্জিনীয়ারগণ। তাদের বাদ দিয়ে বা তাদের কলা কৌশলকে বাদ দিয়ে আমরা কখনো শ্রেষ্ঠ ভারত নির্মাণের কথা ভাবতে পারি না। ইঞ্জিনীয়ারদের প্রতি অটুট আশা ও বিশ্বাস রেখেই ২০৪৭ সালের মধ্যে নতুন ও শ্রেষ্ঠ ভারত নির্মাণে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, নতুন ভারত গড়তে এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া, স্মার্ট আপ ইন্ডিয়া গড়তে বর্তমান প্রজন্মের ইঞ্জিনীয়ারদের নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি ও চিন্তাধারা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে নানা সুবিধা সহজে পৌঁছে দিতে তাদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষকে বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে শুধু ইঞ্জিনীয়ার নয়, সকলস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি এফ.আই.ই-এর চেয়ারম্যান ইঞ্জিনীয়ার পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জি ভারতরত্ন এম বিশ্বেশ্বরাইয়াকে সততা ও নিষ্ঠার প্রতীক বলে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পূর্ত দপ্তরের যুগ্ম সচিব রাজীব পাল। উপস্থিত ছিলেন পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার অনুপ কুমার দাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণ থেকে এক সুসজ্জিত প্রভাতফেরি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা শেষে পুনরায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়। এই প্রভাতফেরিতে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী, অন্যান্য বিশিষ্টজন, মহিলা টিআইটি, টিআইটি নরসিংগড়, টিআইটি টিটিএএডিসি প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ অংশ নেন। পূর্ত দপ্তরের উদ্যোগে এবং দ্য ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনীয়ার্স, ত্রিপুরা স্টেট সেন্টার এবং অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সহায়তায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রাজ্যের বর্তমান সরকার খেলাধুলার উন্নয়নে অত্যন্ত আন্তরিক: বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: রাজ্যের বর্তমান সরকার খেলাধুলার উন্নয়নে অত্যন্ত আন্তরিক। খেলাধুলার পরিকাঠামো উন্নয়নে ইতিমধ্যেই অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আজ খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে তিনদিন ব্যাপী রাজ্যভিত্তিক স্কুল স্পোর্টস অনুর্দ ১৭ মেয়েদের ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা একথা বলেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার নেশার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। যুব শক্তিকে সঠিক ধারায় পরিচালিত করতে না পারলে সমগ্র সমাজে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য বিধানসভার সরকার পক্ষের মুখ্যসচেতক কল্যাণী সাহা রায় বলেন, খেলাধুলার উন্নয়নে রাজ্য সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে তার ইতিবাচক প্রভাব যাতে খেলার মাঠে পড়ে তার জন্য খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সবাইকে উদ্যোগী হতে হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা ক্রীড়া আধিকারিক দীবাকর দেবনাথ। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের কর্মবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুকূল দাস, খোয়াই ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সমীর কুমার দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী। এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় ৯টি দল অংশ নিয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুব সমাজকে আরও দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরায় দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুব সমাজকে আরও দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে আজ সোনারতরী গেস্ট হাউজের কনফারেন্স হলে দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে এক সভার আয়োজন করা হয়। দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা প্রদীপ কে সভার সূচনা করেন। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ইন্ডিয়া স্কিলস প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন দক্ষতাভিত্তিক ক্ষেত্রে প্রতিভাবান যুবক যুবতীদের চিহ্নিত করা এবং তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি জানান, গত বছর রাজ্যের ৪ জন অংশগ্রহণকারী আঞ্চলিক স্তরের প্রতিযোগিতায় সফলতা অর্জন করেছিল। এবছর রাজ্যের এনকর ইনস্টিটিউটের যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষিত করে তোলার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্টেট ফ্রেম ওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা যাচাই করা হবে। এর ফলে রাজ্যের প্রতিভাবান যুবক যুবতীরা নিজেদের দক্ষতাকে বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরার সুযোগ পাবে। ইন্ডিয়া স্কিল কম্পিটিশানের মাধ্যমে প্রতিযোগিরা তাদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ পাবে। তিনি বলেন, রাজ্যের যুবক যুবতীরা যাতে দক্ষতা উন্নয়নে নিজেদের আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে পারে সে লক্ষ্যে রাজ্যের বর্তমান সরকার কাজ করছে। সভায় এনএসডিসি''র স্টেট এনগেইজমেন্ট কো-অর্ডিনেটর দীপঙ্কর সিনহা ওয়ার্ল স্কিল কম্পিটিশানের উপর বক্তব্য রাখেন। ডিএসডি সুপ্রিতি চক্রবর্তী স্টেট স্কিল কম্পিটিশান ফ্রেম ওয়ার্কের উপর বক্তব্য রাখেন। সভায় এনকর ইনস্টিটিউট, নেলিট আগরতলা, সিআইপিইটি আগরতলা, এনআইটি আগরতলা, এসআইএইচএম, এমএসএমই টুল রুম, এনবিআই আরডি''র প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আনন্দবাজারের ওয়াই বি এ-কে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্ক, ছড়াল আপত্তিকর কথোপকথনের স্ক্রিনশট

ধর্মনগর, ১৫ সেপ্টেম্বর: উত্তর জেলার আনন্দবাজার এলাকার একটি যুব সংগঠন ওয়াই বি এ-কে ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। সংগঠনের সভাপতি অজিনাথকে ঘিরে একাধিক আপত্তিকর কথোপকথনের স্ক্রিনশট সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়াকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। একইসঙ্গে সংগঠনের দুই ব্যক্তিকে ওয়াই বি এ থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবিও উঠেছে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমের পোস্টে।

সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত পোস্টগুলিতে দাবি করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে এক মহিলার হোয়াটসঅ্যাপ কথোপকথনের বেশ কিছু স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়েছে। ওই স্ক্রিনশটকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে নানা মন্তব্য ও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

একটি পোস্টে অজিনাথ জালাউমনি এবং বায়দোরামকে ওয়াই বি এ থেকে পদত্যাগ করার জন্য সতর্ক করা হয়েছে। অন্য একটি পোস্টে অভিযোগ করা হয়েছে, সংগঠনের ওই দুই ব্যক্তির উপস্থিতি এলাকার মহিলাদের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর হাসপাতালে জরুরি বিভাগে চিকিৎসকের অভাবে ব্যহত পরিষেবা

ধর্মনগর, ১৫ সেপ্টেম্বর: চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে এসে সময়মতো চিকিৎসকের দেখা না পাওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এমনকি চিকিৎসক না পেয়ে এক অসহায় মাকে কাঁদতে কাঁদতে হাসপাতাল থেকে ফিরে যেতে হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন রোগী ও তাঁদের পরিজনরা।

রোগীর পরিবারের অভিযোগ, অসুস্থ রোগীকে নিয়ে হাসপাতালে আসার পরও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে চিকিৎসকের জন্য। বিশেষ করে জরুরি বিভাগে পর্যাপ্ত চিকিৎসক না থাকায় রোগীদের দুর্ভোগ আরও বাড়ছে বলে অভিযোগ। তাঁদের দাবি, জরুরি পরিষেবা কার্যত একজন চিকিৎসককে দিয়ে পরিচালনা করা হচ্ছে। একই সময়ে একাধিক রোগী হাসপাতালে এলে পরিস্থিতি সামাল দিতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

চিকিৎসার আশায় হাসপাতালে এসে চিকিৎসকের দেখা না পাওয়ায় অনেক রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভের পাশাপাশি উদ্বেগও তৈরি হয়েছে। রোগীর পরিজনদের অভিযোগ, জেলা পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালে যদি জরুরি মুহূর্তে পর্যাপ্ত চিকিৎসক না থাকেন, তাহলে সাধারণ মানুষ চিকিৎসার জন্য কোথায় যাবেনএই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

এদিকে, এক অসহায় মায়ের চিকিৎসক না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ার ঘটনাকে ঘিরে হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে আরও ক্ষোভ ছড়িয়েছে। রোগী ও তাঁদের পরিজনদের দাবি, জরুরি বিভাগে চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়িয়ে পরিষেবা স্বাভাবিক করা প্রয়োজন। পাশাপাশি চিকিৎসক সংকটের কারণ খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো নিয়ে নানা সময়ে একাধিক উদ্যোগ ও প্রতিশ্রুতির কথা বলা হলেও বাস্তবে জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে এমন পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। তাঁদের বক্তব্য, জরুরি চিকিৎসা পরিষেবায় কোনো ধরনের ঘাটতি হলে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে সাধারণ রোগীদের উপর।

তবে চিকিৎসক সংকটের প্রকৃত কারণ কী, জরুরি বিভাগে বর্তমানে কতজন চিকিৎসক দায়িত্বে রয়েছেন এবং রোগীর চাপ সামলাতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কী ব্যবস্থা নিয়েছেতা এখনও স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য দপ্তরের বক্তব্য পাওয়া গেলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

রোগীদের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জরুরি বিভাগে পর্যাপ্ত চিকিৎসক নিশ্চিত করার দাবি উঠেছে। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে এসে যেন কাউকে চিকিৎসকের অপেক্ষায় বা চিকিৎসা না পেয়ে ফিরে যেতে না হয়, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন ধর্মনগরের সাধারণ মানুষ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas